ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি

জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

বর্ধিত সার-সংক্ষেপ

সেবা খাতে দুর্নীতি জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

বর্ধিত সার-সংক্ষেপ

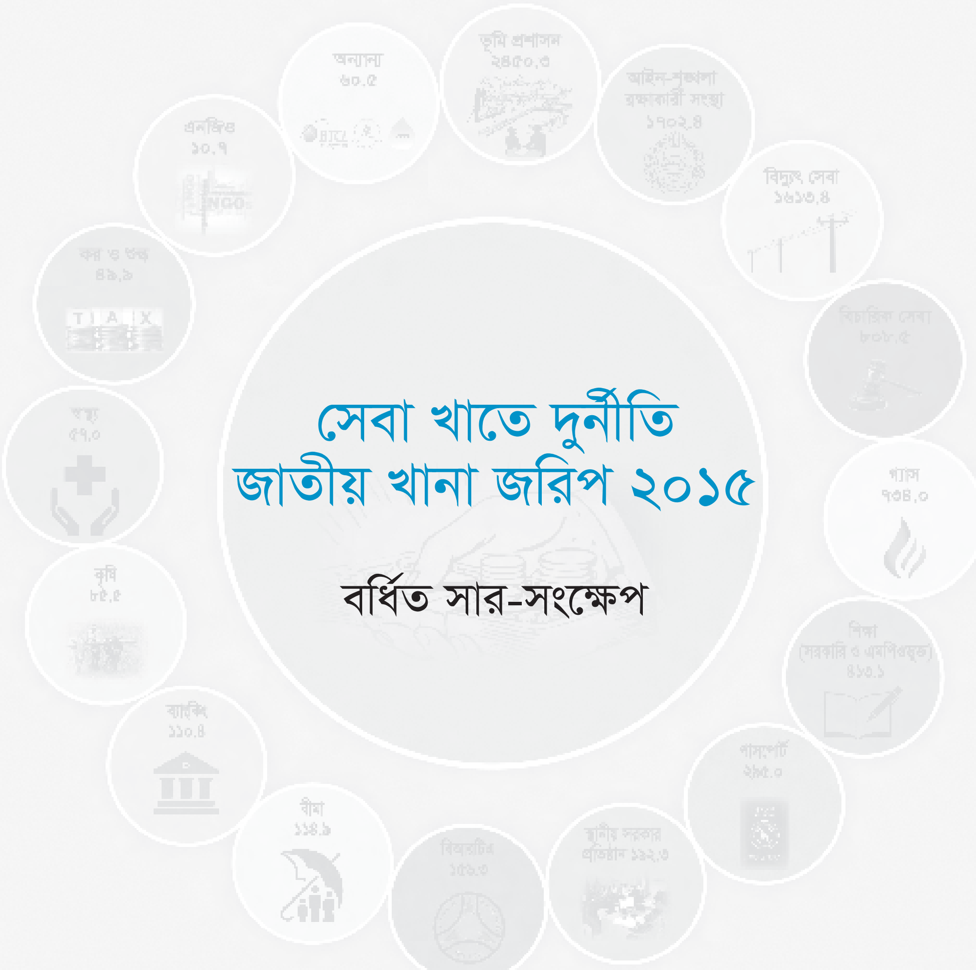

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১৬

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

বিশেষজ্ঞ দল
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর *বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক ড. এম কবির, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

মুখ্য গবেষক
মো. ওয়াহিদ আলম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
এস এম মনজুর-ই-খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
ফারহানা রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোহাম্মদ নূরে আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিআইবি*

পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. ওয়াহিদ আলম, আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিঞা, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, তাসলিমা আক্তার, এস এম মনজুর-ই-খোদা জুলিয়েট রোজেটি, ফারহানা রহমান, শাম্মী লায়লা ইসলাম, মো. শাহ্নূর রহমান, মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ, মোহাম্মদ নূরে আলম, নাহিদ শারমীন, নিহার রঞ্জন রায়, জুলকারনাইন, নাজমুল হুদা মিনা

বিশেষ সহযোগিতা
শাহজাদা এম আকরাম, কুমার বিশ্বজিত দাশ, মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. গোলাম মোস্তফা, মো. খোরশেদ আলম, মো. আলী হোসেন, মো. মোস্তফা কামাল, গোলাম মুহিউদ্দিন

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ
মো. ওয়াহিদ আলম
ফারহানা রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম

সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ
গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

১. প্রেক্ষাপট **৮**
১.১ জরিপের যৌক্তিকতা ৮
১.২ জরিপের উদ্দেশ্য ৮
১.৩ জরিপের আওতা ৯
১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন ৯
১.৫ জরিপের সময়কাল ১১
১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ১১
১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১২

২. সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র **১২**
২.১ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ১৩
২.২ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ ১৩
২.৩ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ১৪
২.৪ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য ১৫
২.৫ ২০১৫ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১২-এর খানা জরিপের তুলনা ১৭

৩. খাতওয়ারি দুর্নীতি **১৯**
৩.১ পাসপোর্ট ১৯
৩.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ১৯
৩.৩ শিক্ষা ২২
৩.৪ বিআরটিএ ২৪
৩.৫ ভূমি প্রশাসন ২৫
৩.৬ বিচারিক সেবা ২৭
৩.৭ স্বাস্থ্য ২৯
৩.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৩১
৩.৯ বিদ্যুৎ ৩৩
৩.১০ কৃষি ৩৪
৩.১১ কর ও শুল্ক ৩৬
৩.১২ গ্যাস ৩৮
৩.১৩ বীমা ৪০
৩.১৪ ব্যাংকিং ৩৯
৩.১৫ এনজিও ৪১
৩.১৬ অন্যান্য খাত ৪৩

৪. উপসংহার ও সুপারিশ **৪৩**
পরিশিষ্ট ৪৭
পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস ৪৭
পরিশিষ্ট ২: ২০১৫ খানা জরিপের নমুনার বিস্তৃতি ৪৭
পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার ৪৮
পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার ৪৮
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার ৪৯
পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানা প্রদত্ত গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ৪৯
পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন ৫০
পরিশিষ্ট ৮: আয় ও ব্যয়ের শ্রেণীভেদে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা ৫০
পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার শতকরা হার ৫০
পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন সেবাখাতে নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার শতকরা হার ৫১

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তাঁরা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণা বা জরিপের তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য - প্রথমত: ধারণা সূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে, টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়। বরং এতে তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়তঃ এ জরিপে নির্ধারিত সেবা খাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দুর্নীতির ধারণা সূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাতটি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জাতীয় খানা জরিপে (২০১৫) দেখা যায় বাংলাদেশের ৬৭.৮% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। পাসপোর্ট সেবা (৭৭.৭%) এবার সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%), শিক্ষা-সরকারি ও এমপিওভুক্ত (৬০.৮%), বিআরটিএ (৬০.১%), ভূমি প্রশাসন (৫৩.৪%), বিচারিক সেবা (৪৮.২%), স্বাস্থ্য (৩৭.৫%)। সার্বিকভাবে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত (২০১২ এর ৬৭.৩% এর তুলনায় ২০১৫-ব ৬৭.৮%; কিন্তু ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে ২০১২-এর ৫১.৮% এর তুলনায় ২০১৫-এ ৫৮.১%)। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে স্থানীয় সরকার ও বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে; ভূমি প্রশাসন ও বিচারিক সেবায় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং শিক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা খাতে প্রায় অপরিবর্তিত আছে।

নভেম্বর, ২০১৪ থেকে অক্টোবর, ২০১৫ সময়কালে জরিপে আওতাভুক্ত খাতসমূহে সেবা পর্যায়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে লেনদেনকৃত অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ প্রায় ৮৮২১.৮ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৩.৭% এবং জিডিপি'র ০.৬%। উল্লেখ্য, এই প্রক্কলন জরিপভুক্ত খাতসমূহের ভিত্তিতে করা, দেশের সকল সেবাখাতের ভিত্তিতে এই পরিমাণ আরো বেশি হবে বলে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশে ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পেছনে খানা প্রতি বার্ষিক গড় ব্যয়ের ১.৬% খরচ হয়, তবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি (মোট ব্যয়ের ২.২%); পক্ষান্তরে ধনীদের জন্যে তা তুলনামূলক কম (মোট ব্যয়ের ০.০০২%)। অর্থাৎ এই বিপুল ক্ষতির বোঝা আপেক্ষিক অর্থে দরিদ্র জনগণের ওপরেই বেশি।

লক্ষণীয় যে, জনগণের মৌলিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে পাসপোর্ট সেবা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), বিআরটিএ, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যষ্টিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের প্রবণতাকে এগিয়ে নিতে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপ টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সদস্যও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে গবেষকদের সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ৭২ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ১৮ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়কের অবদান। তাদের অক্লান্ত ও অদম্য পরিশ্রমের ফলেই জরিপের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক এম. কবির, অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও বোর্ডের অন্য সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই জরিপ সম্পন্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা — একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানা প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

খানা প্রধান — পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানা প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

খানার সদস্য — জরিপ করার সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত।

খানার সক্রিয় সদস্য — খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে - এ ধরনের সদস্য খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত।

দুর্নীতি — এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা জরিপে ঘুষ হিসেবে চিহ্নিত। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জণগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।

সেবা — সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া যে বস্তুগত বা অবস্তুগত কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিবেশন করে।

সেবা খাত — জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য — কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা — বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান — ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

ভূমি প্রশাসন	ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ বা সিআইডি'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারিক সেবা	বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা পরিচালনার বা পরিচালনায় সহায়তার সাথে জড়িত বা বিচারকার্য পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যে সেবা গ্রহণ করে তাকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট (Business Identification Number – BIN) রেজিস্ট্রেশন, আয়কর নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ভ্রমণ কর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র সেবা বোঝানো হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, সঞ্চয় বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিআরটিএ	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেওয়া, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	বিভিন্ন পাসপোর্ট প্রতিষ্ঠান হতে নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ এবং মেরামত সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
অন্যান্য	সুনির্দিষ্ট ১৫টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

১. প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুর্নীতি। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রে দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম মূল বিষয়[১] ছিল দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার দৃঢ় অঙ্গীকার।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে, রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে, যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। অন্যদিকে বিভিন্ন সেবামূলক খাতে সেবাগ্রহীতার ন্যায্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেবাদাতা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের শিকার হতে হয়, যেখানে সাধারণত ছোট অংকের অর্থ বিনিময় হয়। এ ধরনের দুর্নীতির প্রভাব সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, ব্যষ্টিক পর্যায়ে তাদের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। সেবা খাতে সাধারণ মানুষের দুর্নীতির এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে আমাদের খানা জরিপের ক্ষেত্র।

২০১৪ এর নভেম্বর থেকে শুরু করে ২০১৫ এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে সেবা খাতে ২০১৫ এর সার্বিক দুর্নীতির পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ২০১২ এর সাথে একটি তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

১.১ জরিপের যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৭ সাল থেকে নিয়মিতভাবে দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ পরিচালনা করে আসছে। খানা জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার একটি বাস্তব চিত্র উঠে আসে। দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় - এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতি নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু অঙ্গীকার করা হয়। সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুসাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়। এছাড়াও, সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করলেও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত থাকায় দেশের সামগ্রিক সেবা খাতের উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এ জরিপ বর্তমান সরকার, ক্ষমতাসীন জোট ও রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এই জরিপের ফলাফল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে সহায়তা করবে। এছাড়াও, এ জরিপের ফলাফল আগামী বছরগুলোতে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের (এসডিজি) সুশাসন সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেবা খাতে খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- বিভিন্ন সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার নিরূপণ করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন সেবামূলক খাত, উপখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; এবং

[১] বিস্তারিত: আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪, পৃ. ২৭। http://www.albd.org/ebooks/manifesto২০১৪/, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ জুন ২০১৬।

- দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ জরিপের আওতা

এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া (ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা, এবং অর্থ আত্মসাৎ) ছাড়াও সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়াকে ঘুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৫টি প্রধান সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সেবাগ্রহণের হার কমপক্ষে শতকরা ২ ভাগ এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, কর ও শুল্ক, এনজিও, বীমা, বিআরটিএ, পাসপোর্ট, গ্যাস। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও উপখাতে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য হতে এ ধরনের অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ওয়াসা, বিটিসিএল, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে, পেনশন, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত সেবা। সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তথ্যদাতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রম অভিবাসন খাতে দেশভিত্তিক সরকার নির্ধারিত ব্যয় কেবল মাত্র সাতটি দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট থাকায় ২০১২ সালের জরিপের সাথে তুলনাযোগ্য না হওয়ায় এ খাতকে বর্তমান জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিন ধাপ বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত কমিউনিটি সিরিজের আলোকে নমুনা কাঠামো (Sampling Frame) প্রণয়ন করা হয়। এ জরিপে জাতীয় ও জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার জন্য ৬৪টি জেলা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে স্তর বিবেচনা করা হয়েছে। জরিপে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে জেলা ভিত্তিক ৭.৫% মার্জিন অব এরর বিবেচনায় জেলা বা সিটি করপোরেশন প্রতি নমুনার আকার ২৪০ নির্ধারণ করা হয়।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৩৭ (২০১২ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval- এ Sample Variate এর মান)

e= ৭.৫% (জেলা ভিত্তিক Margin of error)

design effect= ১.৫২ (২০১২ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার ৬৪টি জেলা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জন্য জরিপের মোট নমুনার আকার দাঁড়ায় ১৫,৮৪০ (পরিশিষ্ট ১)। প্রতিটি জেলায় নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পল্লি এলাকায় ৭০% এবং নগর এলাকায় ৩০% খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। সে হিসেবে পল্লি ও নগর এলাকায় মোট নমুনার আকার যথাক্রমে ১১,১৪৮টি ও ৪,৬৯২টি (পরিশিষ্ট ২)।

চিত্র ১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

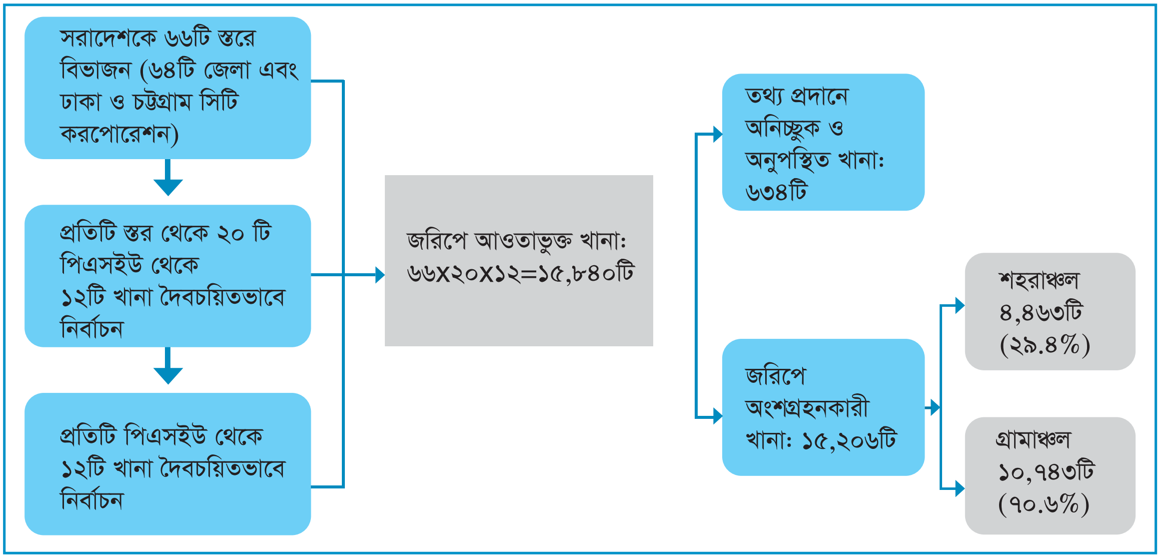

জরিপকালে ৬৩৪টি খানা অনুপস্থিত থাকায় বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় চূড়ান্তভাবে ১৫,২০৬টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৬%। পল্লি ও নগর এলাকায় এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৭৪৩টি (৭০.৬%) ও ৪,৪৬৩টি (২৯.৪%)। এসব খানা ৬৪টি জেলা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সংশ্লিষ্ট ১,৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (পল্লি এলাকায় ৯২৯টি, নগর এলাকায় ৩৯১টি)। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক বিগত এক বছরে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের প্রাপ্ত মার্জিন অব এরর (Margin of error) যথাক্রমে ±২.১% ও ±২.২%।

সারণি ১ জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	পল্লি	নগর	সার্বিক
ঢাকা	২,০৫৪	১,১৪৭	৩,২০৫
চট্টগ্রাম	১,৭৯৩	৯৮১	২,৭৭৪
রাজশাহী	১,৩৩০	৫১১	১,৮৪১
খুলনা	১,৬৮৬	৬৪৯	২,৩৩৫
বরিশাল	১,০৪২	৩৪৬	১,৩৮৮
রংপুর	১,৪৩৬	৪১২	১,৮৪৮
সিলেট	৭০২	২০২	৯০৪
ময়মনসিংহ	৬৯৬	২১৫	৯১১
মোট খানা	১০,৭৪৩	৪,৪৬৩	১৫,২০৬

জরিপের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়:

১. প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রতিটিতে আলাদাভাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০টি করে পিএসইউ (PSU) সংশ্লিষ্ট মৌজা বা মহল্লা নির্বাচন করা হয়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা মোট খানার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক segment-এ ভাগ করে একটি অংশ segment দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত অংশের segment-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্রষ্টব্য স্থান (landmark) হতে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে ১০০ খানার তালিকা (লিস্টিং) করা হয়। যেসব গ্রাম বা মহল্লায় খানার সংখ্যা ১০০-এর কম সেসব ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট গ্রাম বা মহল্লার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা মহল্লা (একই মৌজায় অবস্থিত) থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা যোগ করে ১০০ খানার তালিকা সম্পন্ন করা হয়। তবে পার্বত্য তিনটি জেলার ক্ষেত্রে খানার বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় ৬০ খানার লিস্টিং করা হয়।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে ১০০টি বা ৬০টি খানার তালিকা থেকে নিয়মমাফিক নমুনায়ন (Systematic Sampling) এর মাধ্যমে প্রতিটি পিএসইউ হতে ১২টি করে খানা জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়।

১.৫ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপ ২০১৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০১৪ এর নভেম্বর থেকে ২০১৫ এর অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এই খানা জরিপ ৭২ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে গঠিত মোট ১৮টি তথ্য সংগ্রহকারী দলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ে গঠিত প্রতিটি দল চারটি জেলায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত খানাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল। প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তিনবার পরিদর্শনের পরও খানা-প্রধানকে পাওয়া না গেলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৮ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৭২ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জরিপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বাধ্যতামূলক। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের পাঁচ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটিকে পরিমার্জন করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়।

জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করে। টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাছাই করে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৩২.৯% বিভিন্নভাবে যাচাই করে (অ্যাকম্পানি চেক ৯.৫%, ব্যাক চেক ১৩.৪%, স্পট চেক ৮.৫%, টেলিফোন চেক ২.৭%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়।

জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব স্থায়ী গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা তৈরি ও তথ্য বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচজন বিশেষজ্ঞ গবেষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শক দলের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বের সাথে কাজ করেছে এমন ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে প্রশ্নমালা এডিটিং এবং রি-কোডিং এর কাজে নিয়োজিত করা হয়। এই দলটি ১৫,২০৬ প্রশ্নমালা হতে সব ধরনের অসামঞ্জস্য দূর করে। এরপর ১২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রশ্নপত্র উপাত্তের ডবল এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়। ডবল এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজে ০.০৫% এন্ট্রি ভ্রান্তি পাওয় যায় যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়। এছাড়াও খাতভিত্তিক ১০-৩০% প্রশ্নপত্র যাচাই করা হয়।

অবশেষে তথ্য SPSS এবং STATA ব্যবহার করে উপাত্ত হতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি Complex Survey বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্ত design based প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর (weight) ব্যবহার করা হয়।[২] বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৩] তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৪] -এর মান বের করা হয়।[৫]

২. সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

২০১৫ এর খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৬% কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে (পরিশিষ্ট ৩), এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৭.৮% সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (পরিশিষ্ট ৪)। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়

চিত্র ২: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

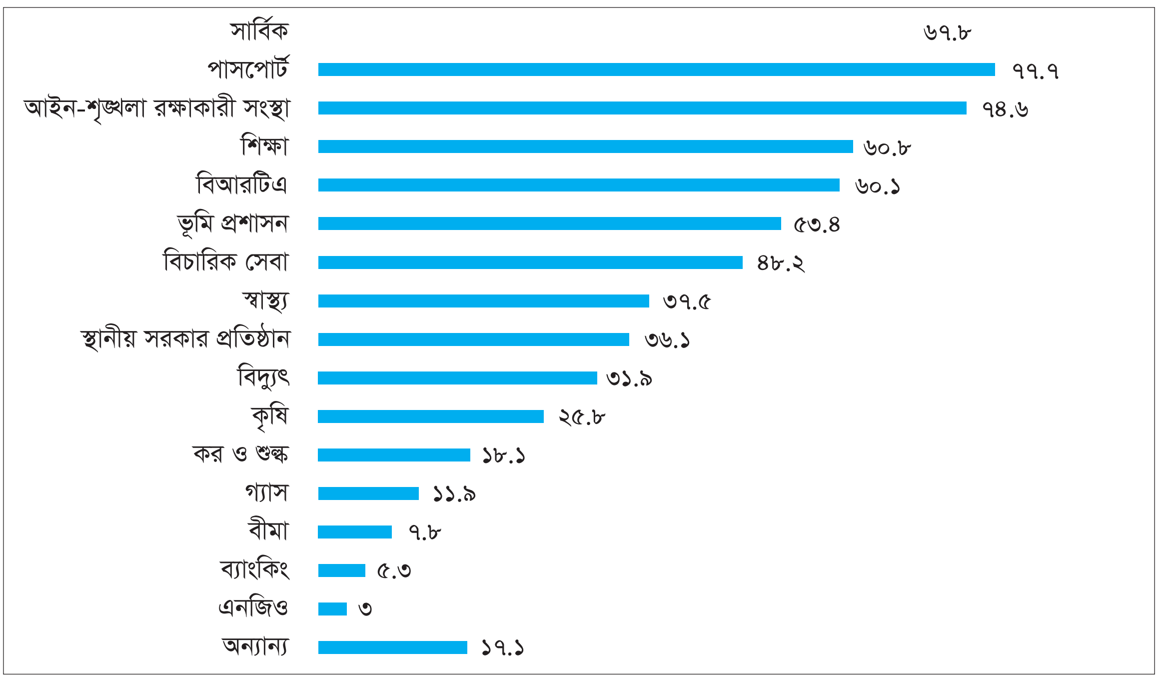

[২] weight=1/p, যেখানে p=p1*p2*p3; p1=probability of selecting a PSU under a district, p2=Selection probability of a segment , p3=selection probability of a household from the segment। পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৩] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৪] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

[৫] খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

পাসপোর্ট খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৭৭.৭% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%) ও শিক্ষা (৬০.৮%)। বিআরটিএ, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬০.১%, ৫৩.৪%, ৪৮.২% ও ৩৭.৫% দুর্নীতির শিকার হয়।

২.১ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৫৮.১% নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ২)।

সারণি ২ বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার ও পরিমাণ

সেবা খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পাসপোর্ট	৭৬.৯	৩,১২০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯	৭,০৬৭
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৬.৯	৩৭৪
বিআরটিএ	৫২.৩	৩,৮৬৯
ভূমি প্রশাসন	৪৯.৮	৯,২৫৭
বিচারিক সেবা	২৮.৯	৯,৬৮৬
বিদ্যুৎ	২৮.৪	৩,৬৩০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২২.৩	৪৪৭
কৃষি	১৮.২	৮৩২
স্বাস্থ্য	১৬.৭	১৯৬
কর ও শুল্ক	১৪.৭	৪,৭৯৬
গ্যাস	১০.৬	২৭,১৬৬
বীমা	১.৮	১৩,৪৬৫
ব্যাংকিং	১.৮	৩,২১৯
এনজিও	১.০	৬৮৫
অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১০.০	৪,৬৩৩
সার্বিক	**৫৮.১**	**৪,৫৩৮**

আরও দেখা যায়, পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো সর্বাধিক হারে (৭৬.৯%) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং শিক্ষা সেবা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬৫.৯% ও ৫৬.৯% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ৪,৫৩৮ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ গ্যাস সেবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেখানে গড়ে ২৭,১৬৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। বীমা সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো গড়ে ১৩,৪৬৫ টাকা ও বিচারিক সেবায় ৯,৬৮৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ৩৭৪ টাকা ও ১৯৬ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে।

২.২ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে যেয়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৫৮.১%-কে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এই অর্থ দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতারা এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। ৭০.৯% খানা টাকা না দিলে সেবা না পাওয়া, ৩৩.৩% খানা তথ্য না

চিত্র ৩: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

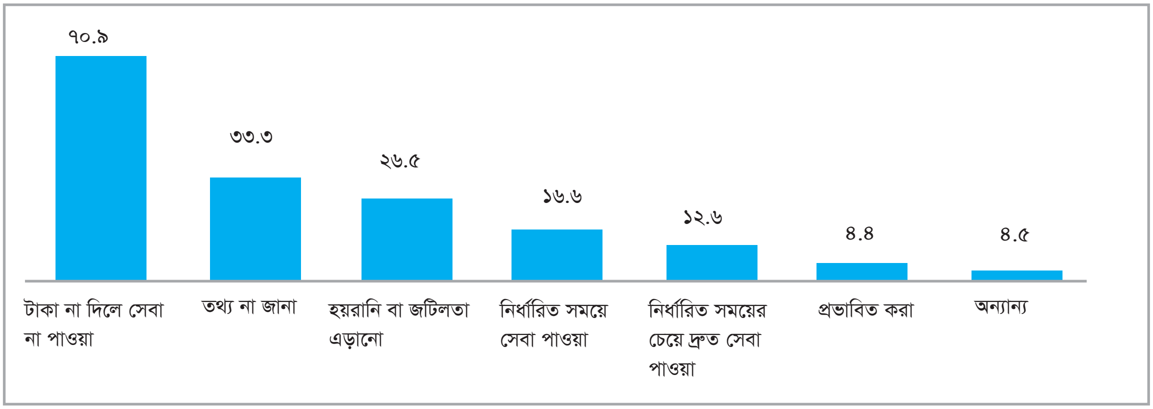

জানা থাকা, ২৬.৫% খানা হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো, ১৬.৬% খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া, ১২.৬% খানা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া, ৪.৪% খানা প্রভাবিত করা এবং ৪.৫% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

২.৩ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০১১ সালের আদম শুমারির তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৩২ (পরিশিষ্ট ৭)। এই হিসাবে নভেম্বর ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৫ সময়কালে খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে জাতীয়ভাবে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ে

সারণি ৩ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ

সেবা খাত	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
ভূমি প্রশাসন	২৪৫০.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১৭০২.৪
বিদ্যুৎ সেবা	১৬১৩.৪
বিচারিক সেবা	৮০৮.৫
গ্যাস	৭৩৪.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪১৩.১
পাসপোর্ট	২৯৫.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৯২.৩
বিআরটিএ	১৫৬.৩
বীমা	১১৪.৯
ব্যাংকিং	১১০.৪
কৃষি	৮৫.৫
স্বাস্থ্য	৫৭.০
কর ও শুল্ক	৪৯.৯
এনজিও	১০.৭
অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৬০.৫
সার্বিক	**৮৮২১.৮**

জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলিত পরিমাণ ৮,৮২১.৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের এ পরিমাণ ২০১২ সালের চেয়ে তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে ১,৪৯৭.৩ কোটি টাকা বেশি। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি'র[৬] ০.৬% এবং জাতীয় বাজেটের[৭] ৩.৭%। এখানে উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধুমাত্র জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সকল সেবাখাত সমূহের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়।

২.৪ দুর্নীতি ও অনিয়মঃ অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে দেওয়া মাথাপিছু গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৫৩৩ টাকা। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলো শহরাঞ্চলের খানাগুলোর তুলনায় সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার বেশি হয়। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৬৯.৫%, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৬২.৬%। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে খানাগুলোর ৫৯.৬% সেবা খাতে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৫৩.৪%।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আয় এবং ব্যয়ের বিভিন্ন স্তরে খানাগুলোর দুর্নীতি হয়রানির ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গড়ে সেবা গ্রহণের খাত সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিশিষ্ট ৮)। আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও দুর্নীতির আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর জন্যেই বেশি। আয় ও ব্যয়ের অনুপাতে ঘুষের পরিমাণ দরিদ্র খানাগুলির তুলনামূলক বেশি এই হিসেবে দুর্নীতির বোঝা তাদের ওপরেই বেশি। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় এবং ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে তাদের যথাক্রমে ৬৮.৩% এবং ৬৮.১% গত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪ ও ৫)। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার বেশি সেসব খানার যথাক্রমে ৫৪.৮% এবং ৩৩.৮% গত এক বছরে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে তাদের যথাক্রমে ৫৭.৫% এবং ৫৭.৬% গত এক বছরে সেবা নিতে যেয়ে কোনো না কোনো খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার বেশি সেসব খানার যথাক্রমে ৫৪.১% এবং ২৯.৫% খানা গত এক বছরে সেবা নিতে যেয়ে কোনো না কোনো খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

চিত্র ৪: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

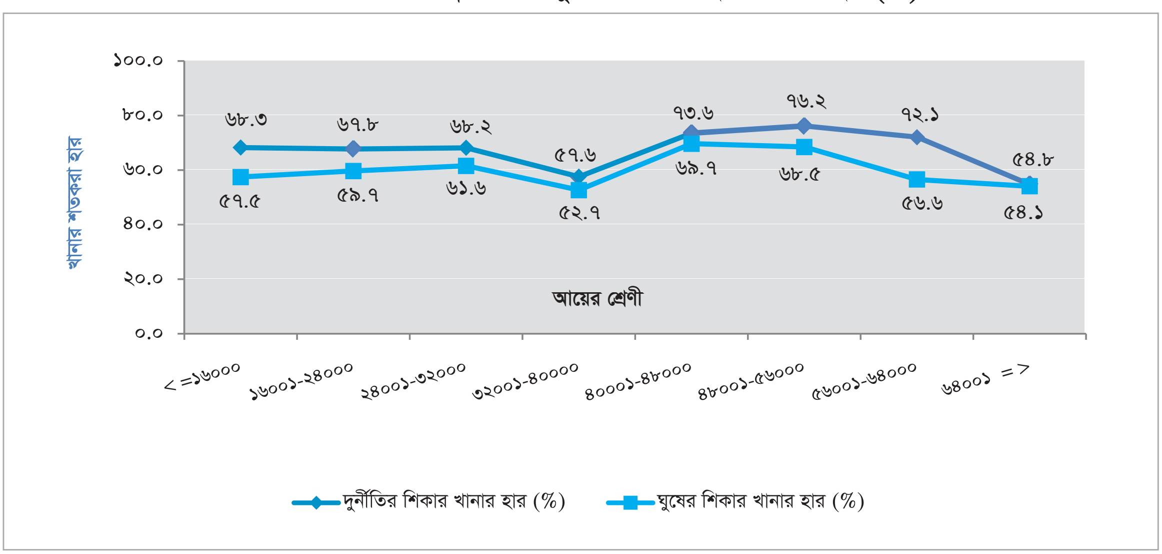

[৬] চলতি বাজারমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ১৫,১৩,৬০০ কোটি টাকা (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫)।
[৭] ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ২,৩৯,৬৬৮ কোটি টাকা।

চিত্র ৫: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

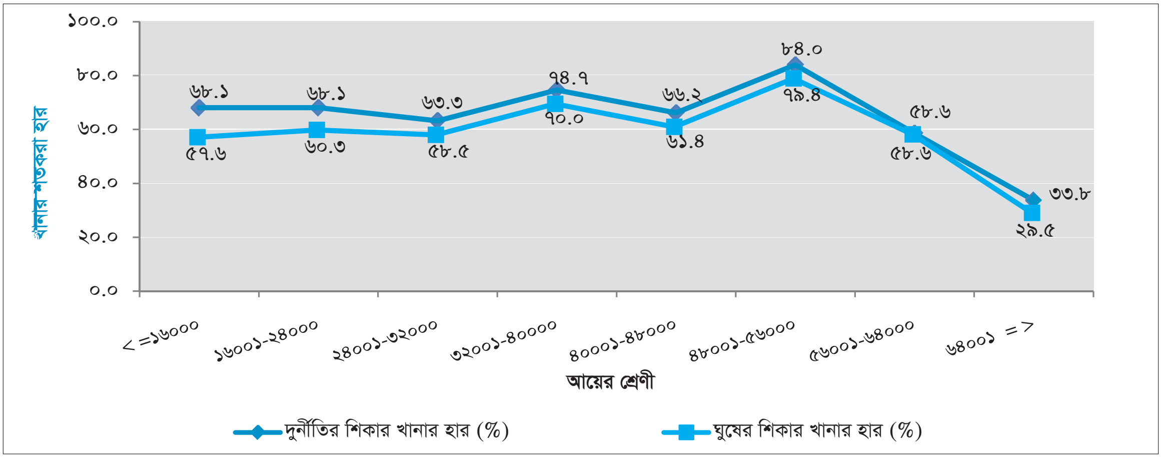

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো তাদের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ১.২৩% ও ১.৬০% অর্থ ঘুষ হিসেবে ব্যয় করে। ঘুষ দেওয়ার হারের ক্ষেত্রে নিম্ন আয় এবং ব্যয়ের খানাগুলোর মোট আয় এবং ব্যয়ের ওপর ঘুষের অর্থের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৬ ও ৭)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ২.১৬% ও ২.২০%। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার ওপরে তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ০.০৩% এবং ০.০০২% অর্থ ঘুষ হিসেবে ব্যয় করে।

চিত্র ৬: আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

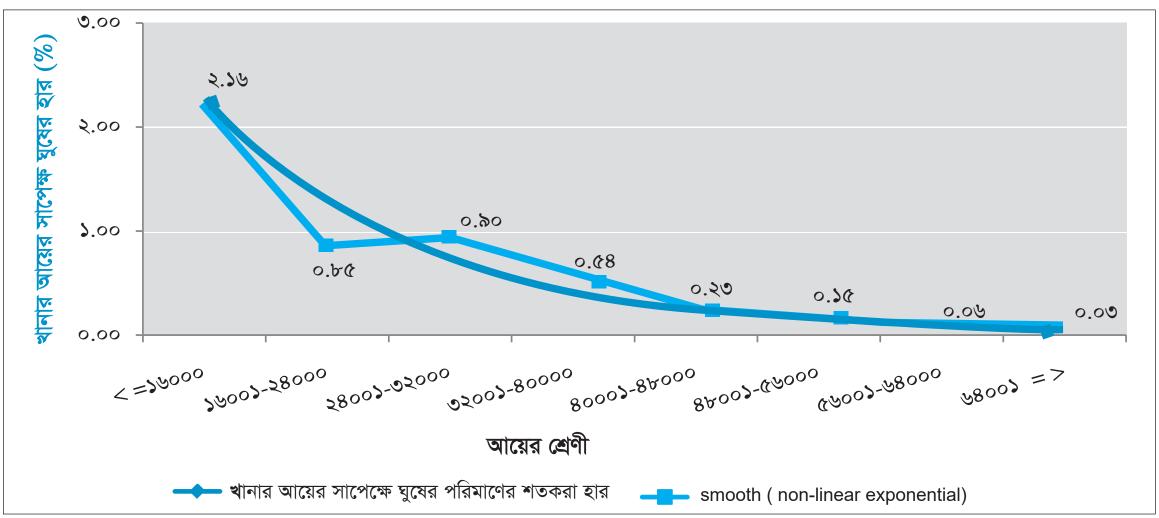

চিত্র ৭: ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

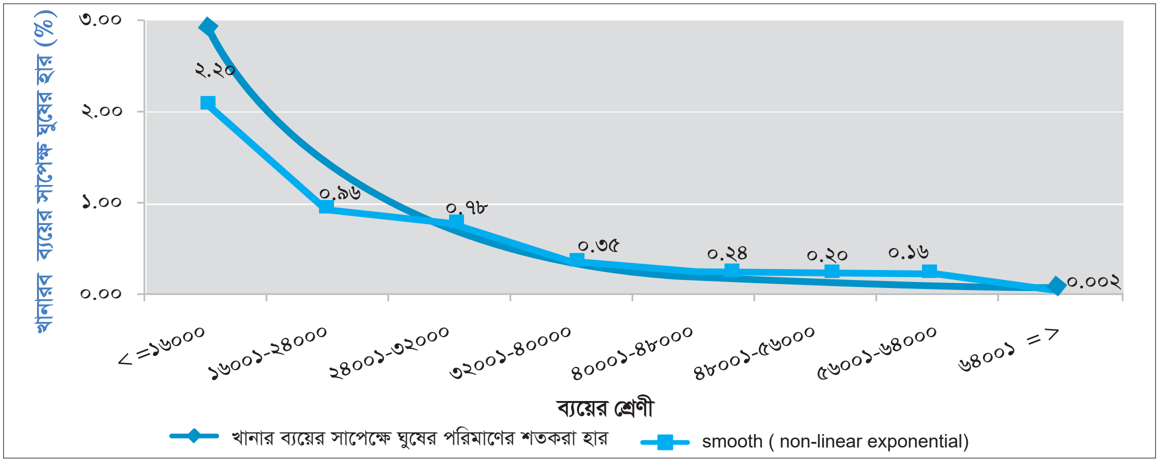

লিঙ্গভেদে সেবাগ্রহীতাদের ওপর দুর্নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জরিপে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৪২.৮% নারী এবং ৫৭.২% পুরুষ (পরিশিষ্ট ৯)। খাতভেদে স্থানীয় সরকার ও শিক্ষা খাতে নারীরা তুলনামূলক বেশি দুর্নীতির শিকার (পরিশিষ্ট ১০)। তবে সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৩৮.২%, যেখানে পুরুষদের ৪৪.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় কোনো কোনো খাত যেমন বিদ্যুৎ, ভূমি প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং কর ও শুল্ক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

২.৫ ২০১৫ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১২-এর খানা জরিপের তুলনা

২০১২ সালে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৭.৩% খানা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয় যার মাত্রা ২০১৫-তে দাঁড়িয়েছে ৬৭.৮% (সারণি ৪)। ২০১৫ এর জরিপে ব্যবহৃত একই নির্দেশক ব্যবহার করে ২০১২ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১২ এর তুলনায় ২০১৫ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যুৎ সেবা ছাড়া প্রায় প্রতিটি খাতেই দুর্নীতি একইরকম আছে বা কিছুটা কমেছে। উল্লেখ্য, পাসপোর্ট ২০১২ সালে অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এ বছরে দুর্নীতির হার সর্বাধিক এ খাতে চিহ্নিত হয়েছে।

সারণি ৪ বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৫ ও ২০১২ এর জরিপের তুলনা)*

সেবা খাত	খানার শতকরা হার	
	২০১৫	২০১২
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৬	৭৫.৮
শিক্ষা	৬০.৮	৬০.৭[৮]
ভূমি প্রশাসন	৫৩.৪	৫৯.০
বিচারিক সেবা	৪৮.২	৫৭.১
স্বাস্থ্য	৩৭.৫	৪০.২
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.১	৩০.৯
বিদ্যুৎ	৩১.৯	১৮.৩

চলমান...

[৮] ২০১২ সালের খানা জরিপে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির হার ছিল ৪০.১% ।

সেবা খাত	খানার শতকরা হার	
	২০১৫	২০১২
কৃষি	২৫.৮	২৩.৫[৯]
কর ও শুল্ক	১৮.১	১৬.৮
বীমা	৭.৮	৬.০
ব্যাংকিং	৫.৩	৭.১
এনজিও	৩.০	৫.০
অন্যান্য (বিআরটিএ, গ্যাস, পাসপোর্ট,বিটিসিএল,ডাক,ওয়াসা, ইত্যাদি)	৩৫.৩	৪১.১
সার্বিক	**৬৭.৮**	**৬৭.৩[১০]**

* ২০১৫ ও ২০১২ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে

অন্যদিকে সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার কমলেও কোনো কোনো খাতে (শিক্ষা ও বিদ্যুৎ) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার বেড়েছে। সার্বিকভাবে ২০১২ এ বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫১.৮% খানা কোনো না কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয়, যার মাত্রা ২০১৫-তে দাঁড়িয়েছে ৫৮.১% (সারণি ৫)।

সারণি ৫ বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৫ ও ২০১২ এর জরিপের তুলনা)*

খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)	
	২০১৫	২০১২
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯	৬৬.৯
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৫.৪	৩৫.৪[১১]
ভূমি প্রশাসন	৪৯.৮	৫৪.৮
বিচারিক সেবা	২৮.৯	৩৮.১
বিদ্যুৎ	২৮.৪	১২.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২২.৩	২৫.৫
কৃষি	১৮.২	১৬.৭[১২]
স্বাস্থ্য	১৬.৭	২১.৫
কর ও শুল্ক	১৪.৭	১২.৪
ব্যাংকিং	১.৮	৪.৯
বীমা	১.৮	৩.২
এনজিও	১.০	০.৪
অন্যান্য (বিআরটিএ, গ্যাস, পাসপোর্ট,বিটিসিএল,ডাক,ওয়াসা, ইত্যাদি)	৩২.১	৩৪.০
সার্বিক	**৫৮.১**	**৫১.৮[১৩]**

[৯] ২০১২ সালের খানা জরিপে কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে সাধারণ খুচরা বিক্রেতাসহ এ খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির হার ছিল ২০.৪%।

[১০] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা এবং এবং শ্রম অভিবাসন খাতসহ ২০১২ সালের খানা জরিপে সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতির হার ছিল ৬৩.৭%।

[১১] ২০১২ সালের খানা জরিপে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ছিল ৩০.৭%।

[১২] ২০১২ সালের খানা জরিপে কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে সাধারণ খুচরা বিক্রেতাসহ এ খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ছিল ১৬.২%।

[১৩] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা এবং শ্রম অভিবাসন খাতসহ খানা জরিপ ২০১২ সালে সার্বিক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ছিল ৫৩.৩%।

৩. খাতওয়ারি দুর্নীতি

৩.১ পাসপোর্ট

বর্তমানে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ্জ পালন, চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বহির্গমনের হার বেড়েছে। ফলে বাংলাদেশে পাসপোর্ট সেবার চাহিদা বেড়েছে। পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) প্রচলন করা হয়েছে। এতে পাসপোর্ট তৈরির সমগ্রিক প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে দির্নিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সহজ উপায়ে পাসপোর্ট পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে। কিন্তু পাসপোর্ট তৈরির প্রক্রিয়াগুলোতে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। উল্লেখ্য জরিপে স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভেরিফিকেশন সেবা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য পাসপোর্ট সেবার বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

চিত্র ৮: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

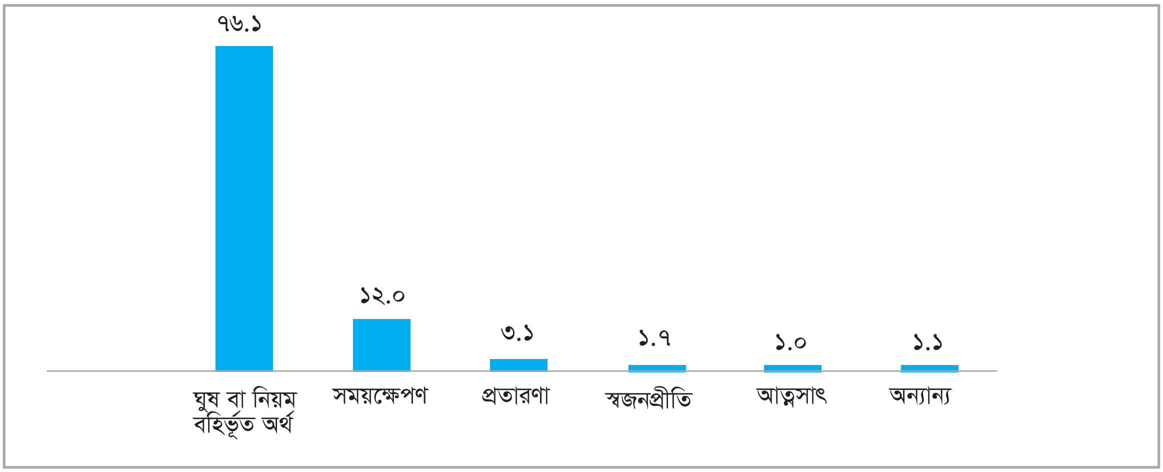

সার্বিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: জরিপভুক্ত সকল সেবা গ্রহণকারী খানার ৩.৫% পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যাদের ৭৭.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের ৮৫.০% এবং শহরাঞ্চলে ৬৩.৬% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৭৬.১% কে গড়ে ৩,১২০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, এ ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৮৩.৬% খানাকে গড়ে ৩২০৭ টাকা ও শহরাঞ্চলে ৬১.৩% খানাকে ২,৮৯০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানার ১২.০% সময়ক্ষেপণ, ৩.১% প্রতারণা, ১.৭% স্বজনপ্রীতির শিকার, ১.০% আত্মসাৎ এবং ১.১% খানা অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ঘুষ দেওয়ার কারণ: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার ৭৬.৩% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না, ১২.৯% নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য, ৬০.৯% নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য, ৪১.২% হয়রানি বা জটিলতা এড়ানোর জন্য এবং ৩.৪% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

৩.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে নাগরিকের আচার-আচরণের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। অপরাধ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা, আইন লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় আনা, বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বজায় রাখার মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকে। এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন খানাগুলো কী ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয় তা খানা জরিপে উঠে আসে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৯.৯% বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি থানা পুলিশের কাছ থেকে ৬৫.৬% খানা সেবা নিয়েছে, এরপরেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ (১৭.২%) ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৩.৮%)।

অন্যান্য সংস্থা যেমন হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, সিআইডি, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ, ফাঁড়ির পুলিশ, স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, কোর্ট পুলিশের কাছ থেকে ৭.৩% খানা সেবা গ্রহণ করে।

সার্বিক দুর্নীতি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নেওয়া খানার ৭৪.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের ৭৪.৩% এবং শহরাঞ্চলের ৭৫.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৫.৯% খানা ঘুষ দিয়েছে বা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। এরপরেই রয়েছে অসদাচরণ বা ভয়-ভীতি দেখানো (৬.৫%), মিথ্যা মামলায় জড়ানো (৫.৩%) বিনা কারণে গ্রেফতার (২.৬%), জিডি বা এফআইআর গ্রহণে অবহেলা (২.২%), মিথ্যা চার্জশিট প্রদান (২.২%), পুলিশ ভেরিফিকেশন বা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া (১.৭%), এবং হয়রানি বা সময়ক্ষেপণ (১.০%)।

চিত্র ৯: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার %

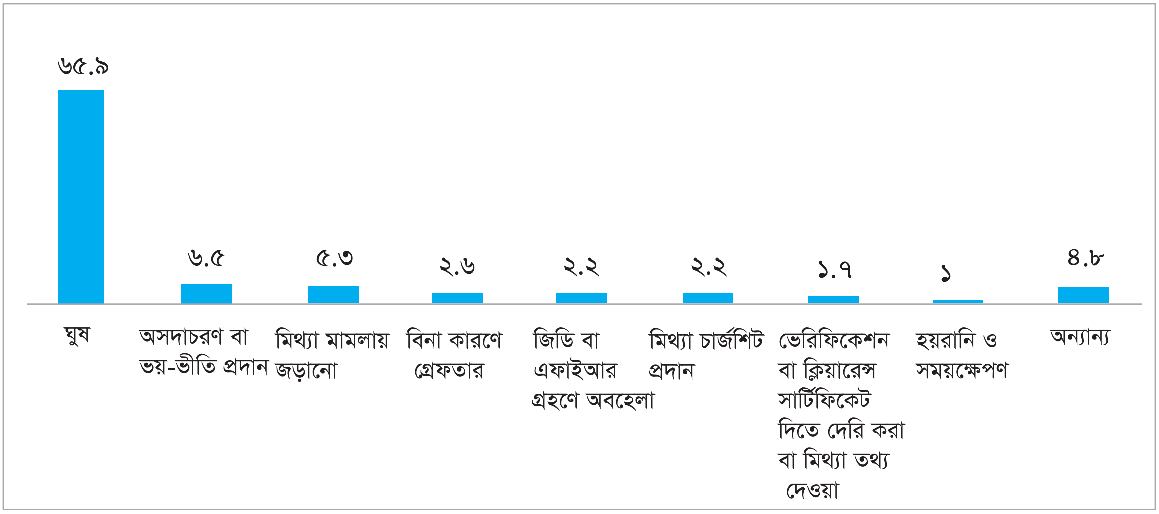

সংস্থা অনুযায়ী দুর্নীতির শিকারের হার: সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮৪.৪% খানা ট্রাফিক পুলিশের দ্বারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, আর সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার থানা পুলিশ কর্তৃক ৭০.৫% খানা। এছাড়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ দ্বারা ৭৮.৫% এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ৮১.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়।[১৪]

সারণি ৬ : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি

সংস্থার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
থানা পুলিশ	৬৫.৬	৭০.৫	৬০.০	৭৬৯৭
ট্রাফিক পুলিশ	১৭.২	৮৪.৪	৭৯.৬	২৮২৩
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	১৩.৮	৭৮.৫	৭৪.২	৯৪২
অন্যান্য (হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি, আনসার, সিআইডি)	৭.৩	৮১.২	৭২.২	৫৪৯৩

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[১৪] উল্লেখ্য, র‍্যাব (৪টি খানা) ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা কম হওয়ায় আলাদা করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে ট্রাফিক পুলিশকে (৭৯.৬%)। এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অবস্থান (৭৪.২%)। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে (৬০.০%) (সারণি ৬)।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে গড়ে ৭,০৬৭ টাকা দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে (গড়ে ৭,৬৯৭ টাকা), এবং সবচেয়ে কম টাকা দিতে হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (গড়ে ৯৪২ টাকা)। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ যার পরিমাণ গড়ে ২,৮২৩ টাকা। এছাড়া অন্যান্য পুলিশকে গড়ে ৫,৪৯৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে (সারণি ৬)।

সেবার ধরন অনুযায়ী ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর সবচেয়ে বেশি (৭৭.৭%) ঘুষ দিতে হয়েছে ট্রাফিক সংক্রান্ত সেবা নিতে। এরপরে রয়েছে গাড়ি রিকুইজিশন ও গাড়ি আটক (৭৬.৩%), পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স (৭৪.৫%) ও এফআইআর করা বা মামলা সংক্রান্ত সেবা (৭৩.৭%)। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবার জন্য (১৯.১%)। এছাড়া গ্রেফতার (৬৯.৭%), জিডি বা সাধারণ ডায়েরি (৬১.৯%), তদন্ত (৫৫.৯%), চার্জশিট সংক্রান্ত কাজে (৪৮.৪%), মৌখিক অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত কাজে (৩৯.৭%) ও অন্যান্য সেবার জন্য ৫২.৫% খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে চার্জশিট সংক্রান্ত সেবার জন্য (গড়ে ১৭,৪৯২ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স সেবার জন্য (গড়ে ৯৪৫ টাকা)।

সারণি ৭ সেবার ধরন অনুযায়ী ঘুষের শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ট্রাফিক সংক্রান্ত	২২.৬	৭৭.৭	৩,১৮৪
গাড়ি রিকুইজিশন ও গাড়ি আটক	৬.১	৭৬.৩	৪,১২৭
পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স	১৭.৬	৭৪.৫	৯৪৫
এফআইআর বা মামলা	১২.২	৭৩.৭	১০,৭২৭
গ্রেফতার সংক্রান্ত	১১.৮	৬৯.৭	১১,১২৭
সাধারণ ডায়েরি	১৭.৬	৬১.৯	১,৫৮৭
তদন্ত সংক্রান্ত	১১.৫	৫৫.৯	৫,৯১৫
চার্জশীট সংক্রান্ত	১.৬	৪৮.৪	১৭,৪৯২
মৌখিক অভিযোগ দায়ের	৬.৯	৩৯.৭	৩,১২৫
নিরাপত্তা চাওয়া	২.৫	১৯.১	-
অন্যান্য	৪.০	৫২.৫	৫,৮৫২

ঘুষ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৭৭.০%) 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে উল্লেখ করে। ২৮.১% খানা ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে সময় মতো সেবা পাওয়া, ১৯.৫% বৈধ সেবা পাওয়া, ১২.৯% অবৈধ সেবা পাওয়া, ১.৫% নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সেবা পাওয়া ও ৮.২% অন্যান্য কারণ উল্লেখ করে।

৩.৩ শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[১৫] স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি এখনো একটি চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষা সেবা গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৭০.৪% বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে, যাদের ৫২.৪% সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৪০.৬% বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রতিষ্ঠান, ৩৪.৩% বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ৬.৩% এনজিও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং ১% স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে সেবাগ্রহীতাদের ৫৪.৯%, মাধ্যমিক স্তরে ৪৬.৩%, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৪.২%, এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৬.৭% খানা। এছাড়া শিক্ষা সেবাগ্রহীতাদের ৯৭.২% খানার শিক্ষার্থী জাতীয় পাঠ্যসূচি (বাংলা), ১.৬% খানার শিক্ষার্থী জাতীয় পাঠ্যসূচি (ইংরেজি), ১০.৪% খানার মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম এবং ১% খানার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে।

দুর্নীতির শিকার: যেসব খানা সরকারি ও বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৬০.৮% বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের ৬২.১% এবং শহরাঞ্চলে সেবাগ্রহীতাদের ৫৬%। এ খাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ৫৬.৯% খানার সদস্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। ৫% খানার সদস্য প্রাইভেট কোচিংয়ে বাধ্য করার অভিযোগ করেছে। এছাড়া ৩% খানার সদস্য সম্পূর্ণ সময় ক্লাস না হওয়া, ৪% খানা নিয়মিত ক্লাস না হওয়া এবং ৩% খানা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছে (চিত্র ৮)। যেসব খানা এ খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩৭৪ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ১০: শিক্ষা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

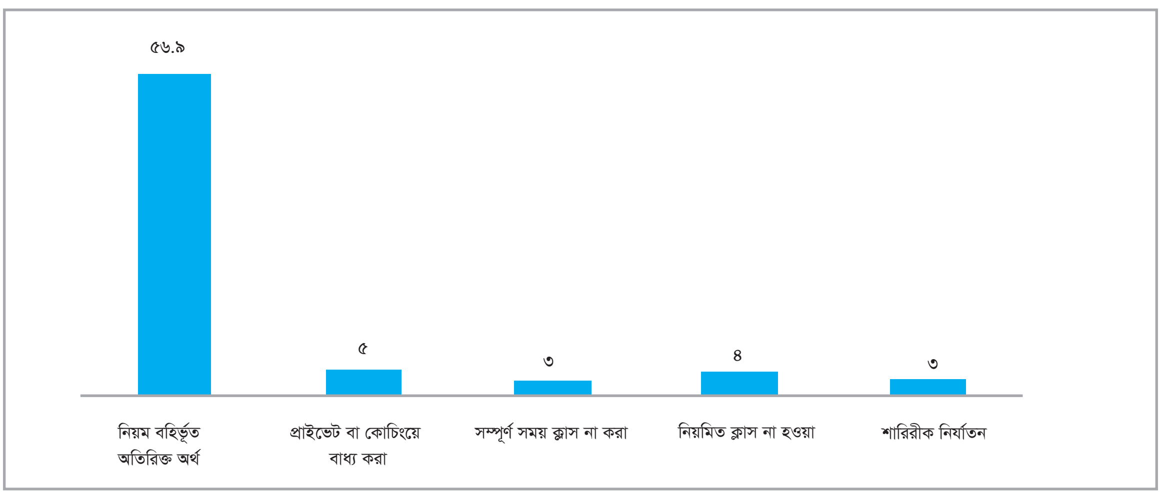

শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতি: শিক্ষার স্তরভেদে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণকারী খানার ৭৩.৫% অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এবং ৭১.২% খানার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ৭৭ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪২.৬% খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৩৬.১% খানার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ৫৮৮ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে সেবাগ্রহণকারীদের

[১৫] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ..... নাগরিকদের জন্য ..... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা......।" [*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

মধ্যে ৩২.৩% অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ২৭.৭% খানার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ১,০৯৬ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ২২.৯% অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ১৮.৫% খানার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ৬৪৭ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে।

চিত্র ১১: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার (%)

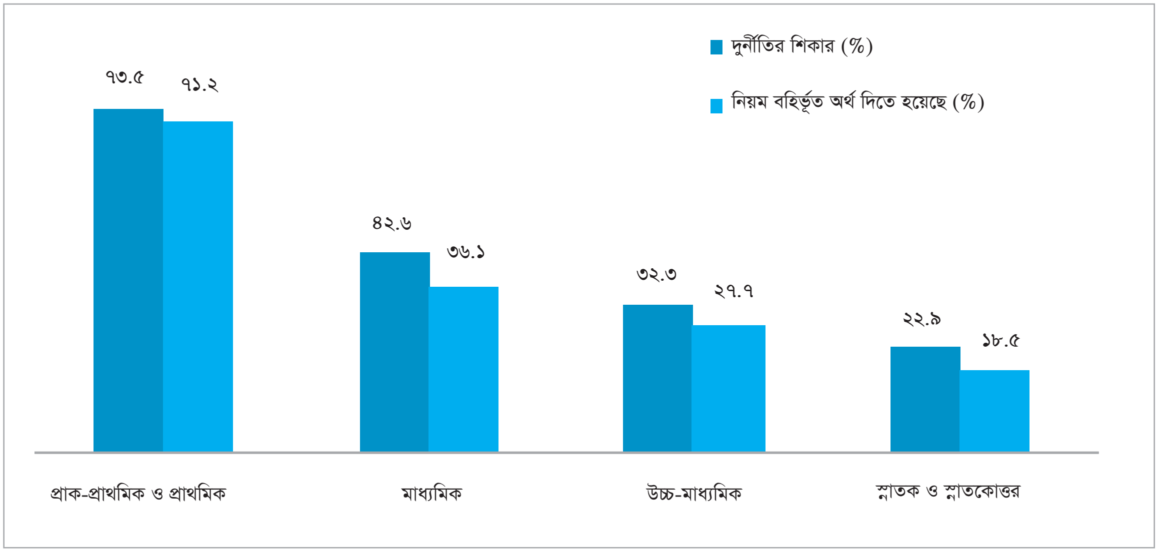

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার: শিক্ষাখাতে সেবাগ্রহীতা খানার ৫৭.৭% পরীক্ষার ফি বাবদ, ৩৯.৫% পরীক্ষার নিবন্ধন ফি বাবদ, ৩৬.৮% বিভিন্ন ধরনের সনদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে এবং ২৫.৯% ভর্তি/ পুনঃ ভর্তির ফি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৮)।

সারণি ৮ শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতি ও নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের হার

সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পরীক্ষার ফি	৫৭.৭	৫৭.৩	৯৫
বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ ক্রীড়া) ফি	৪৪.৬	৪৪.২	৬৬
পরীক্ষার নিবন্ধন ফি	৩৯.৫	৩৮.৮	৪৬৭
টিসি/ সার্টিফিকেট/ মার্কসিট	৩৬.৮	৩৬.৩	২৬৮
ভর্তি/ পুন:ভর্তি ফি	২৫.৯	২৫.৪	৩৭৪
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	১৯.১	১৪.৭	১০৭
বই প্রাপ্তি (সরকারি)	১৩.২	১৩	৫১
সাজেশন	৬.৩	৪.৭	৫৩

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সেবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৭.৩% খানার সদস্যকে পরীক্ষার ফি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। এক্ষত্রে অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ ছিল ৯৫ টাকা। এছাড়া ৪৪.২% খানার সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া ফি প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে, যার গড় পরিমাণ ছিল ৬৬ টাকা। প্রায় ৩৮.৮% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার নিবন্ধন ফি প্রদানের ক্ষেত্রে গড়ে ৪৬৭ টাকা অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

৩.৪ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও এ খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান মালিক ও চালক সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৭ সালের ২০ ডিসেম্বর সেবা প্রদানকারী ও রাজস্ব সংগ্রহকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিআরটিএ মোটরযান মালিক ও চালকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি বাবদ মোট ৯৫১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার রাজস্ব সংগ্রহ করেছে।[১৬] প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিলেও সেবা প্রদানে দুর্নীতি বিদ্যমান।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ২.২% বিআরটিএ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে পরিবহন চালক (৪৭.৩%) এবং মোটরযান মালিক (৫২.৭%)। মোটরযান চালক-সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে রয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ (২৪.১%), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (১৬.৫%), ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (৮.৯%) এবং অন্যান্য (১.০%)। মোটরযান মালিক-সংশ্লিষ্ট প্রধান সেবার মধ্যে রয়েছে গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া (২২.৭%), মোটরযান রেজিস্ট্রেশন (১২.৯%), ট্যাক্স টোকেন ইস্যু (৩.৯%), ফিটনেস সনদ সংগ্রহ (২.৭%), রুট পারমিট সংগ্রহ (২%) এবং অন্যান্য (৬.৭%)।

চিত্র ১২: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

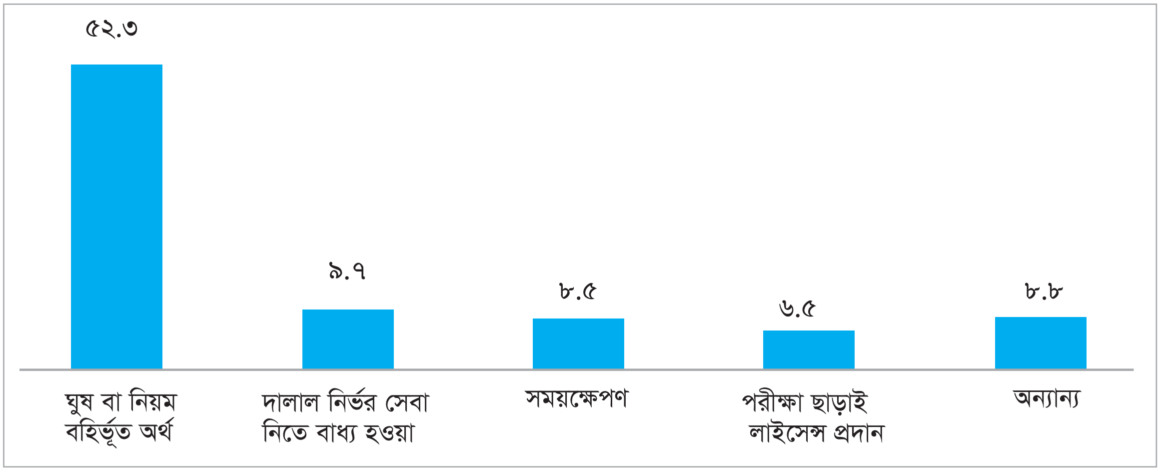

সার্বিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬০.১% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শিকার ৫২.৩%, দালাল নির্ভর সেবা নিতে বাধ্য হওয়া বা দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার ৯.৭%, সময়ক্ষেপণ/বারবার তারিখ পরিবর্তনের শিকার ৮.৫%, পরীক্ষা ছাড়াই লাইসেন্স প্রদান ৬.৫% এবং অন্যান্য দুর্নীতির শিকার ৮.৮% যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণার শিকার, রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া, ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল করানো, বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি। বিআরটিএ'র বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে যারা ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৩,৮৬৯ টাকা দিয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিআরটিএ থেকে গৃহীত সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মোটরযান চালক হিসাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এমন খানার হার (৮২.৩%) সবচেয়ে বেশি, এই সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৮১.৩% খানাকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে এবং এই ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ ৪,৩৫৮ টাকা। মোটরযান মালিক হিসাবে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করতে ৫০.৭% খানাকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে। এই সেবা নিতে গিয়ে ৩৪.১% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে যার গড় পরিমাণ ২,৬৫৮ টাকা (সারণি ৯)।

[১৬] http://www.brta.gov.bd/about-brta/achievements-of-last-5-years.html. সর্বশেষ ভিজিট: ২০ মার্চ ২০১৬।

সারণি ৯ বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ	২৪.১	৮২.৩	৮১.৩	৪,৩৫৮
ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন	১৬.৫	৫১.৩	৪৭.৮	২,৮১০
রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন	১২.৯	৫০.৭	৩৪.১	২,৬৫৮
গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া	২২.৭	২০.২	১৬.৯	৬০০
অন্যান্য সেবা[১৭]	২৫.১	৬৪.৬	৪৯.০	২,৪৯২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৬২.০% খানা টাকা ছাড়া সেবা না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে। এছাড়া হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৪০.৩%), পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া (২৪.০%), সময়মতো সেবা পাওয়া (১০.৪%), নিয়ম কানুন না জানা (৭.৮%), দ্রুত সেবা পাওয়ার কথা (৫.৭%) কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। এছাড়া খানাগুলোর ১০.৫% অন্যান্য কারণ হিসেবে আনফিট গাড়ির কাগজপত্র সংগ্রহ করা, পরীক্ষায় পাশ করা, শাস্তি বা জরিমানা এড়ানো ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে।

৩.৫ ভূমি প্রশাসন

ভূমি মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতে তিনটি মন্ত্রণালয়ের[১৮] অধীনে মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিস/ তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমি সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের সেবা দেয়।

সার্বিক সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি: জরিপে দেখা যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৬.৩% খানা ভূমি প্রশাসনের সেবা গ্রহণ করেছে। ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৫৩.৪% অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভূমি সেবা গ্রহণকারী

চিত্র ১৩: ভূমি সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

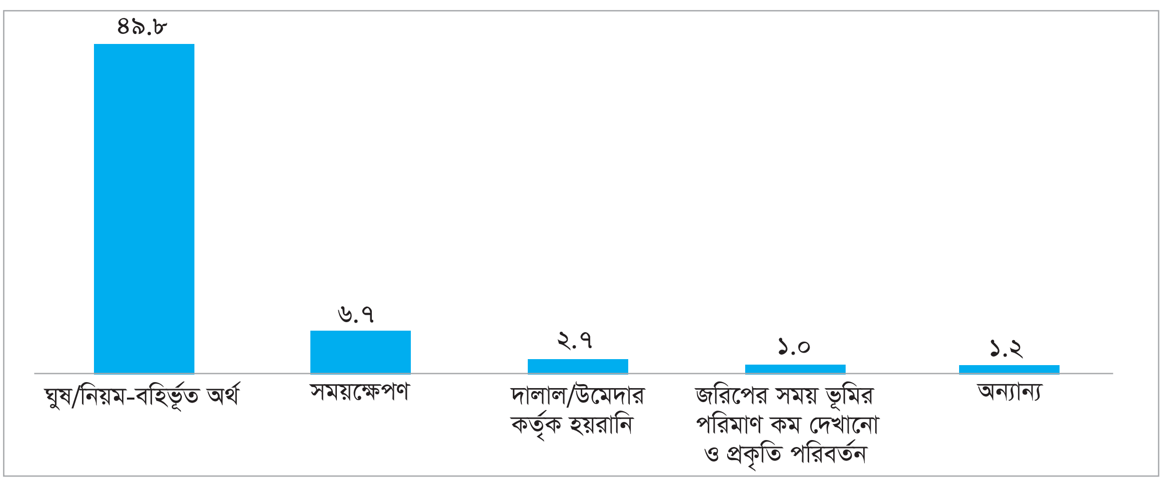

[১৭] ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ট্যাক্স টোকেন ইস্যু, ফিটনেস সনদ সংগ্রহ, রুট পারমিট গ্রহণ, ঠিকানা বদল, হারানো নথি সংগ্রহ ইত্যাদি।

[১৮] ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

খানাগুলোর ৪৯.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ৬.৭% সময়ক্ষেপণ, ২.৭% দালাল বা উমেদার কর্তৃক হয়রানি, ১% জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো ও প্রকৃতি পরিবর্তন এবং ১.২% অন্যান্য (পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি, যোগসাজশে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা, অফিস থেকে ডকুমেন্ট হারানো, ইত্যাদি) ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ৯,২৫৭ টাকা দিতে হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলো নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এসব খানার সর্বাধিক ৮৬.২% জেলা রেকর্ডরুমে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবা গ্রহণকারী অধিকাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সর্বাধিক ৮৩.৪% জেলা রেকর্ডরুমে ঘুষ বা নিয়ম-বহিভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে হয়েছে। এছাড়া সর্বাধিক উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে গড়ে ৯,৭৭৭ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ১০)।

সারণি ১০ বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
জেলা রেকর্ডরুম	১.২	৮৬.২	৮৩.৪	২,২২৫
উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস	৫.৭	৭৫.৯	৭১.১	৮,৩৮৬
উপজেলা ভূমি অফিস	১৯.৯	৬৯.৩	৬২.৭	৭,৭৮০
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি	৪০.৯	৪৬.২	৪৩.৭	৯,৭৭৭
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৪৫.৩	৩৭.২	৩০.৭	৩,২৬০

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির হার: বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৭১.৩%, নামজারিতে (মিউটেশন) ৬৬.২%, ভূমি জরিপে ৬৫.৩%, হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৬০.৬%, সাব-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৪০.৩% এবং খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে ৩০% অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সেবার ধরনভেদে ঘুষ/ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার: সেবাগ্রহণকারী খানার ৫৮.৬% নামজারিতে, ৫৮.৬% হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশনে, ৫৮.৫% ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে, ৫৭.১% ভূমি জরিপ, এবং ৩৮.৩% সাব-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশনে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে (সারণি ১১)।

সারণি ১১ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

সেবা	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	১৭.৮	৭১.৩	৫৮.৫	১,৬৫৩
নামজারি (মিউটেশন)	২০.৫	৬৬.২	৫৮.৬	১০,০১৪
ভূমি জরিপ	৪.২	৬৫.৩	৫৭.১	১১,৭৩৮
হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশন	৮.১	৬০.৬	৫৮.৬	৮,৩৯৪
সাফ-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশন	৩০.৫	৪০.৩	৩৮.৩	১১,৪৫৮
ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা	৩২.৮	৩০.০	২০.১	১,৪৯২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ দেওয়ার কারণ: ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৫৮.৪% নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ৫৭.১% জটিলতা ও হয়রানি এড়ানোর জন্য, ২৫.৭% ফাইল দ্রুত প্রসেস করতে, ৯.৫% নামজারির প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য, ২.৭% ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট ও ভূমির দলিল রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পাদনের জন্য, ১.৫% রায় নিজের পক্ষে নিতে, প্রতিপক্ষের পক্ষে রায় প্রতিহত করতে ১.১% এবং ৬.২% অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

৩.৬ বিচারিক সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং বিভিন্ন বিরোধ নিস্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের (সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ, ট্রাইবুনালসমূহ ইত্যাদি) আদালত বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনা সাথে সংশ্লিষ্ট তথা আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। দুর্নীতি যথাযথ বিচারিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়। মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৮.৫% বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন আদালতে মামলার অবস্থান: জরিপে দেখা গেছে, বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৭৩.১%) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৩.৯%, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ৪.৩% এবং উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১.৯%। এছাড়া জরিপকৃত খানাগুলোর বিচারাধীন মামলার মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬৭.২%)।

দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার: সার্বিকভাবে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৪৮.২% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৯.৪% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

সারণি ১২ বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের শিকার হওয়া খানা (%)*	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	৭৩.১	৪৯.৪	২৯.৫	১১,৩৭০
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/ জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২৩.৯	৪১.৪	২৭.১	৯,৯১৩
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	৪.৩	৪৭.৬	২২.৫	৯,৫৩৩
উচ্চ আদালত	১.৯	৭১.০	৩৫.৯	-

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিচারিক সেবা গ্রহণে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: সার্বিকভাবে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ২৮.৯% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে এবং খানাগুলোকে গড়ে ৯,৬৮৬ টাকা দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোকে শহরাঞ্চলের খানাগুলোর তুলানায় বেশি (শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৮,৭৭৮ টাকা ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৯,৯৩১ টাকা) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ২৯.৫%- কে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে, যার গড় পরিমাণ ১১,৩৭০ টাকা। একইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ২৭.১% কে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে, যার গড় পরিমাণ ৯,৯১৩ টাকা।

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে তাদের মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াও আরও নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। তবে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক খানা (২৮.৯%) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ১৪.১% খানা বিভিন্ন কারণে সময়ক্ষেপণ (যেমন আইনজীবীর উদ্দেশ্যমূলক সময়ক্ষেপণ) বা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়াকে অন্যতম হয়রানি হিসেবে উল্লেখ করেছে। নিয়োগকৃত আইনজীবীদের দ্বারাও বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৮.০% নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/ মুহুরী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে বলে জানায়। এছাড়া ৭.৫% খানা তাদের আইনজীবী সহকারী/ মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি শিকার হয়েছে, ৪.১% খানা তাদের নিয়োগকৃত আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না, ২.৯% খানা তাদের আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করে না, ৩.৪% খানা নির্ধারিত ফি প্রদান কারা সত্ত্বেও আইনজীবী পর্যাপ্ত সময় দিতে চায় না বলে জানিয়েছে।

চিত্র ১৪: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

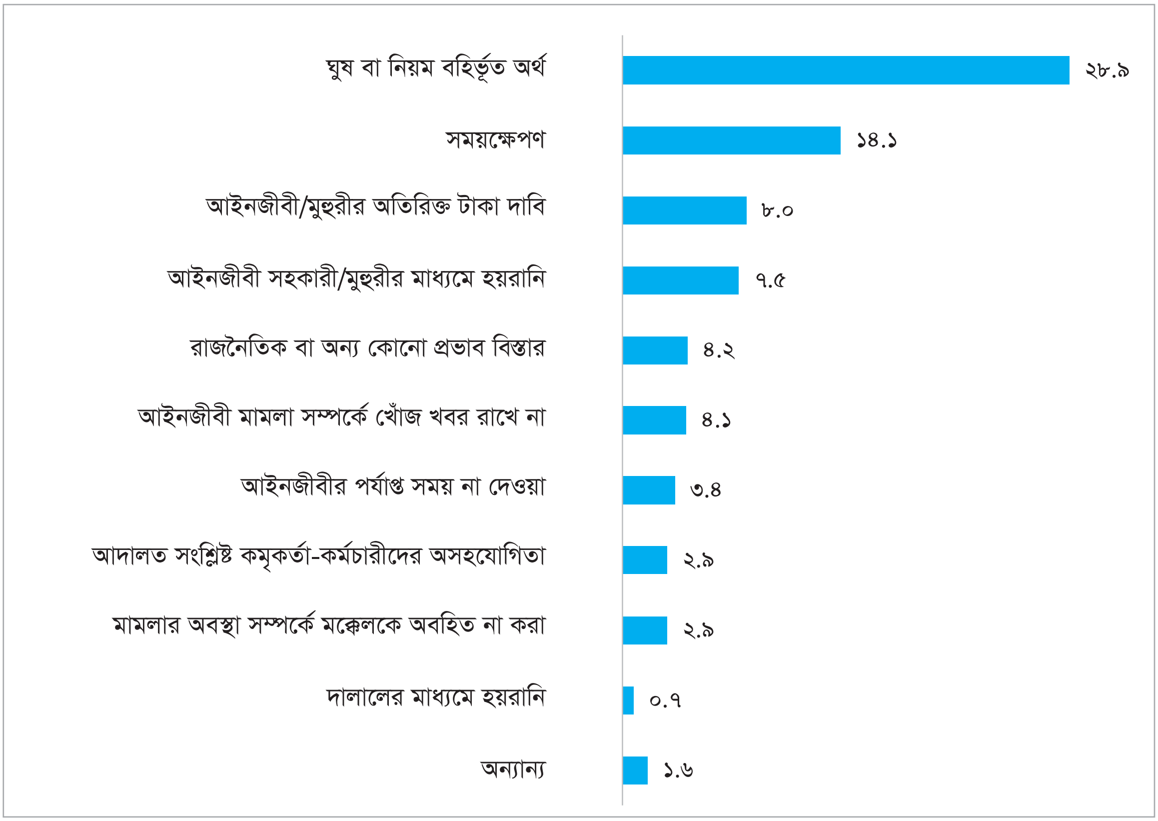

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৫০.১%) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (যেমন ঘুষ ছাড়া কোনোভাবেই কাজ হচ্ছে না) বাধ্য হয়ে ঘুষ দিয়েছে বলে জানায়। এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানার ২৪.২% প্রয়োজনীয় তথ্য না জানার কারণে (যেমন নির্ধারিত ফি ইত্যাদি) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ৪০.৭% খানা দ্রুত শুনানি করানোর জন্য, ১৭.২% খানা মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য, ৩.৮% সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য, ৩% খানা কোনো প্রকার কাগজপত্র বা দলিল (যেমন রায়ের কপি ইত্যাদি) উত্তোলনের জন্য, ২% শুনানির তারিখ পেছানো এবং ৪.৬% খানা অন্যান্য কারণে (আর্জি গ্রহণ, হয়রানি থেকে রেহাই পেতে, খুশি হয়ে, জামিন হওয়ার জন্য, দ্রুত রায় পাওয়া ইত্যাদি) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বলে জানায়।

৩.৭ স্বাস্থ্য

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য জনগণ বিশেষকরে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক পর্যায় (কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স), মাধ্যমিক পর্যায় (জেলা সদর হাসপাতাল) এবং তৃতীয় পর্যায়ের (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এ খাতে সরকারের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এখনো অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৮৬.১% স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে, যার ৫৬.৬% সরকারি, ৬৩.৩% বেসরকারি, ০.৯% এনজিও ও ০.১% দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এ জরিপে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৭.৫% কোনো না কোনো সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে ১৬.৭%, ওষুধ সংক্রান্ত অনিয়ম ১৩.৮% (কোনো ওষুধ না পাওয়া, ওষুধ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ না পাওয়া, সরকার নির্ধারিত ওষুধ না পাওয়া, টাকা ছাড়া ওষুধ না দেওয়া ইত্যাদি) বেসরকারি ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শদান ৬.২%, প্রয়োজনে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সহকারী না পাওয়া ৪.৮%, ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ ২.১% এবং চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছে ১.২% খানা। যেসব খানা স্বাস্থ্যসেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৯৬ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ১৫: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার (%)

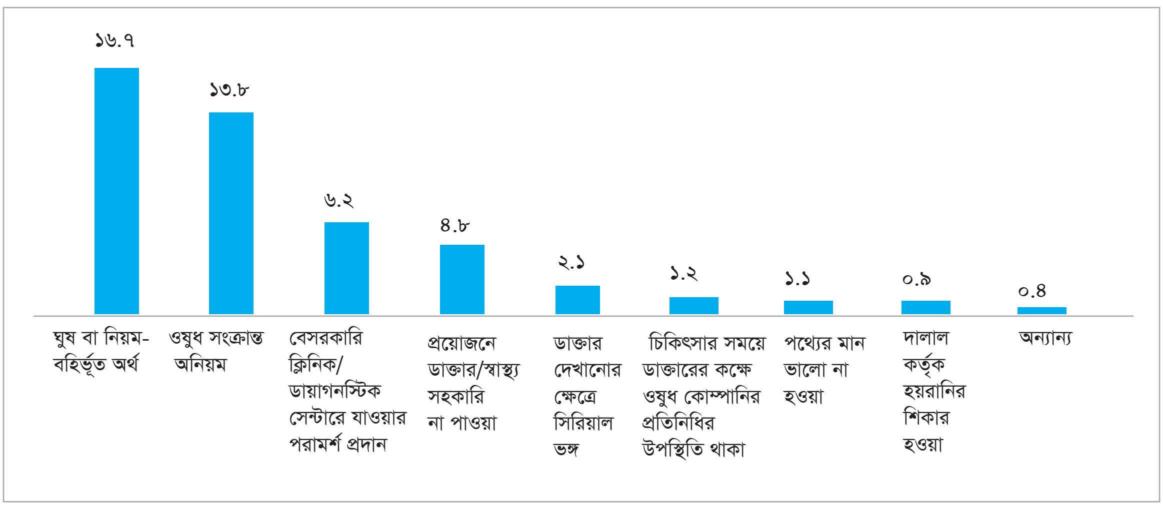

প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি: সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর সর্বাধিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৩৮.০%) সেবা নিতে গিয়ে। এর পরেই রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (৩৫.১%), এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত হাসপাতাল ইত্যাদি (৩৬.৮%)। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার সর্বাধিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (১৮.৯%) ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (১৮.৬%)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি (২৮৩ টাকা), এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে সবচেয়ে কম (৩১ টাকা) (সারণি ১৩)।

সারণি ১৩ প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
কমিউনিটি ক্লিনিক	৩০.৭	৩০.৮	৭.৯	৩১
ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১৬.১	৩৩.২	১২.২	৬৯
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৮.৩	৩৮.০	১৮.৬	২২২
জেলা সদর হাসপাতাল	২১.৪	৩৩.৬	১৪.৬	২৪৬
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৩.৮	৩৫.১	১৮.৯	২৮৩
অন্যান্য	৭.৩	৩৬.৮	২৪.২	৩৪২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এমন খানার হার সর্বাধিক ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে (৫৩.৭%), এর পরেই রয়েছে সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং (২৬.০%), অপারেশন (১৬.৫%), প্রসূতি সেবা (১৪.৯%), টিকিট ক্রয় (১১.৯%), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (১০.৮%), ও সাধারণ/কেবিন/পেয়িং শয্যা পাওয়া (৭.৪%)। গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি অপারেশন সেবার ক্ষেত্রে (গড়ে ১,১৬৮ টাকা), এর পরেই রয়েছে প্রসূতি সেবা (গড়ে ১,১৪৫ টাকা)।

সারণি ১৪: বিভিন্ন সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এমন খানার হার ও গড় পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা(%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার	১.৫	৫৩.৭	৫৩.৭	১৬২
সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং	৩.৬	২৭.৮	২৬.০	৩৫৭
অপারেশন	২.৩	১৭.৬	১৬.৫	১১৬৮
প্রসূতি	২.৭	২৩.৫	১৪.৯	১১৪৫
টিকিট ক্রয়	৬৭.৮	১২.৭	১১.৯	৩২
পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২১.১	২৪.১	১০.৮	২১১
সাধারন/কেবিন/পেয়িং শয্যা	১২.৪	১১.৩	৭.৪	২৮৩
ইনজেকশন বা স্যালাইন পুশ	১১.৬	৭.৫	৪.২	১২৩
ওষুধ গ্রহণ	৬৮.৮	২২.৫	৩.২	৪৭
ডাক্তার দেখানো	৯১.৩	১৪.০	২.৮	১৬৫

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত (রশিদ ছাড়া) অর্থ দেওয়ার কারণ: নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি খানা (৪৪.৪%) টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করে। এছাড়া নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৩৯.৬%), নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা পাওয়া (২৪.৩%), যথাযথ সেবা পাওয়া (২৩.২%), এবং ঝামেলা এড়ানোর জন্য (১১.২%) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বলে জানায়।

৩.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে বর্তমানে ৪,৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯০টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩২৪টি পৌরসভা, ১১সিটি কর্পোরেশন ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে।[১৯] স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন করে থাকলেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ জরিপে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন সেবা, বিচার ও সালিশ সেবা দেওয়া, কর সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদানসহ ইত্যাদি সেবা দিয়ে থাকে। এ সকল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানার ৫২.৭% নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ (৮৫.৫%), পৌরসভা (৮.৪%), সিটি কর্পোরেশন (৬.৪%) এবং উপজেলা পরিষদ (০.৬%) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়ার হার: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৬.১% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ২২.৩%। এছাড়া আত্মসাতের শিকার ১১.৬%, দায়িত্বে অবহেলার শিকার ৫.৩%, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ২.৭% এবং প্রতারণার শিকার ০.০৪% খানা (চিত্র ১৬)।

চিত্র ১৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

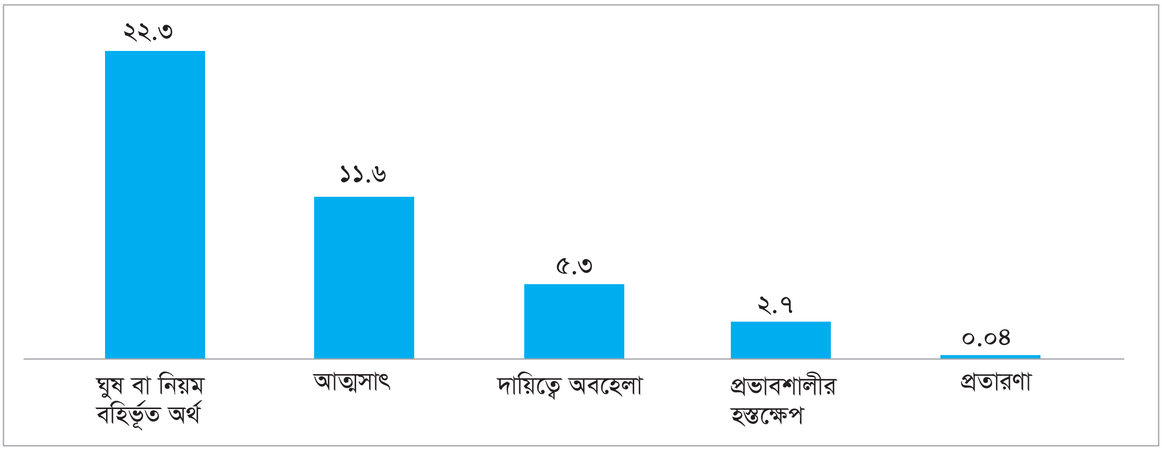

প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি: ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৫.৮% দুর্নীতি এবং ২১% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তারা গড়ে ৪১৭ টাকা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সিটি কর্পোরেশনে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪১.০% খানা এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে ৩৬.৭% খানা, এবং এই প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৫৭৪ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ১৫)।

[১৯] বার্ষিক প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৪-১৫ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সারণি ১৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি			
প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ইউনিয়ন পরিষদ	৮৫.৫	৩৫.৮	২১.০	৪১৭
পৌরসভা	৮.৪	২৭.৭	১৮.২	৩৩৯
সিটি কর্পোরেশন	৬.৪	৪১.০	৩৬.৭	৫৭৪
উপজেলা পরিষদ [২০]	০.৬	১৭.৮	৮.৬	-

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৪৪৭ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ১৬)। বিচার ও সালিশে সবচেয়ে বেশি ৬,০২৯ টাকা, এবং সনদ সংগ্রহে সবচেয়ে কম (১৩৩ টাকা) ঘুষ দিতে হয়েছে।

সেবাভেদে দুর্নীতি: জরিপে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৫২.১% সনদ সংগ্রহ করেছে যার ৩৫.২%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। সেবগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩২.৮% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ২৪.৬% খানা এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে যার ৫৭.৮%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানার ৭.২%-কে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ৩৮.৭% নারী এবং তাদের মধ্যে ৪৯.২% দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ৬১.৩% পুরুষ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ৬১.২% দুর্নীতির শিকার হয়।

এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৪.৫% জমিজমা সংক্রান্ত, বিবাহ সংক্রান্ত, পারিবারিক বিরোধ, ধার-দেনা সংক্রান্ত, নারী নির্যাতন, মারামারি এবং অন্যান্য বিরোধ নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিষ্পত্তিকালে ৩৭.৯% খানার সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় (সারণি ১৬)। বিচার ও সালিশে মুখোমুখি হওয়া সদস্যদের ১৩.৮% নারী এবং ৮৬.২% পুরুষ। এসব নারীর ৫২.২% এবং পুরুষদের ৩৪.৮% দুর্নীতির শিকার হয়।

সারণি ১৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে দুর্নীতি			
সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা)
সনদ সংগ্রহ	৫২.১	৩৫.২	৩২.৮	১৩৩
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	২৪.৬	৫৭.৮	৭.২	১৩৫২
বিচার ও সালিশ	৪.৫	৩৭.৯	৮.৮	৬০২৯
হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত	৩৪.৩	৪.৬	৩.৩	৩০৯
নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন	৫.৭	২৪.৮	২৪.১	৫৫৩
অন্যান্য (পানি সেবা, পণ্য শুল্ক, প্ল্যান পাশ, অটো লাইসেন্স)	৮.৩	১৭.৫	১০.০	৯৮৪
সার্বিক	**৫২.৭**	**৩৬.১**	**২২.৩**	**৪৪৭**

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[২০] তথ্য কম থাকায় গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বের করা হয়নি।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সর্বাধিক ৮৬.৫% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়া ১৫.৬% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ১৫.৬% খানা ফি জানা না থাকা এবং ৩.৫% খানা দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

৩.৯ বিদ্যুৎ

ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎ বিতরণে সারাদেশে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) কাজ করছে।

বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানাগুলোর ৫৬.৪% বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সেবা নিয়েছে বা সেবার জন্য মিথস্ক্রিয়া করেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৭৬.৪% সেবা নিয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে। এছাড়া ১৬.১% খানা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে, ৩.৪% খানা ডেসকো থেকে, ৩.২% খানা ডিপিডিসি থেকে এবং ০.৯% খানা ওজোপাডিকো থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খানাগুলো মিটার রিডিং (৬৯.২%), বিল (৫০.২%), নতুন সংযোগের জন্য আবেদন (১৮.৭%), নতুন সংযোগ গ্রহণ (১২.৩%) ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও অনিয়ম: যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তার ৩১.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে যেসব খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ২৮.৪% ঘুষ দিয়েছে এবং ৬.৭% সময়ক্ষেপণের শিকার হয়েছে (চিত্র ১৭)। যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৩,৬৩০ টাকা দিয়েছে।

চিত্র ১৭: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

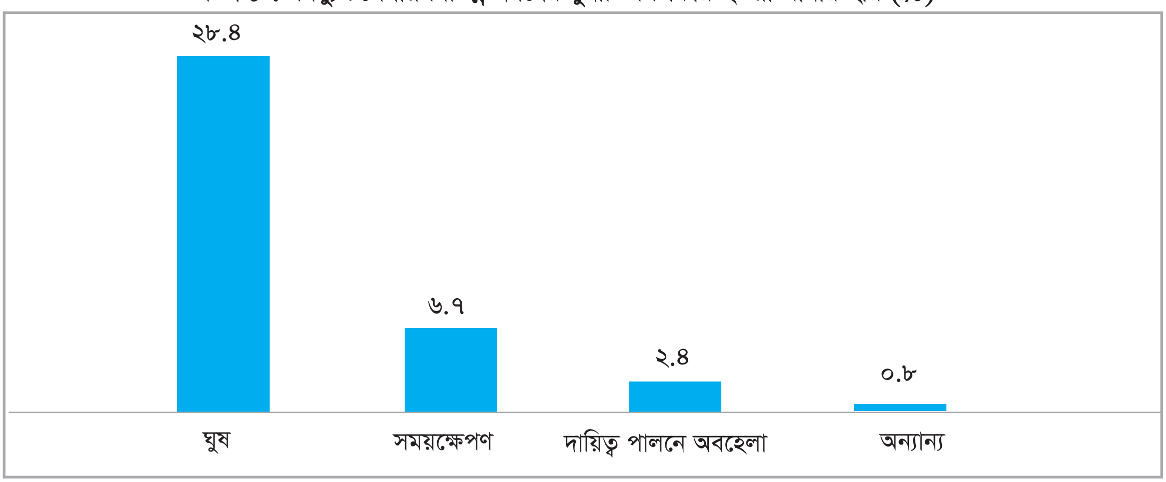

বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি: পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের ৩৬.৮% এবং ওজোপাডিকোর সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর ৩৫.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আবার ঘুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওজোপাডিকোর সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর ৩৫.১% এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর ৩৩.২% ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সেবা নিয়েছে বা সেবা নেওয়ার জন্য মিথস্ক্রিয়া করেছে এবং ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ৩,৩৪৯ টাকাবিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ৩,২৮১ টাকা এবং ওজোপাডিকোর ক্ষেত্রে গড়ে ৩,১৫৪ টাকা ঘুষ দিয়েছে (সারণি ১৭)।[২১]

[২১] অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা কম (ডিপিডিসির ৭টি খানা ও ডেসকোর ৬টি খানা) হওয়ায় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সারণি ১৭ বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৭৬.৪	৩৬.৮	৩৩.২	৩৩৪৯
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১৬.১	১৯.৮	১৫.৭	৩২৮১
ডেসকো	৩.৪	১০.০	৬.৮	-
ডিপিডিসি	৩.২	৯.৬	৯.২	-
ওজোপাডিকো	০.৯	৩৫.৯	৩৫.১	৩১৫৪

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে দুর্নীতি: বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানার ৭৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৭০% ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং ও বিল সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার সময় ৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ০.৪% খানা ঘুষ দিয়েছে। যেসব খানা সংযোগ সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৩,৫৩৭ টাকা এবং যেসব খানা মিটার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৯৯৬ টাকা ঘুষ দিয়েছে।

সারণি ১৮ সেবাভেদে দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সম্পর্কিত	৩৪.৫	৭৫.০	৭০.০	৩৫৩৭
মিটার রিডিং ও বিল সম্পর্কিত	৭৭.৫	৩.০	০.৩	৯৯৬

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ দেওয়ার কারণ: এ খাতে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ৫৮.৮% ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না, ৩৯.৫% দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য, ১৬.৮% বিদ্যুৎ স্টাফ কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবি করায় এবং ১৬.৮% নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৩.১০ কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) অবদান প্রায় ১২.৬৪% প্রাক্কলন করা হয়। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭.৫% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।[২২] কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ, কৃষি খামার প্রদর্শনী এবং ভর্তুকির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সেবাগুলো পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৭.৭% কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে সার সরবরাহ সেবা নিয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৭৯%)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ ৬৭.৫% খানা ডিলারের কাছ থেকে কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে।

[২২] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।বিস্তারিত: http://www.mof.gov.bd/en/budget/14_15/ber/bn/Chapter-7_bn_2014.pdf

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এ খাতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ২৫.৮% কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৮.২% খানা সেবা পেতে গিয়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ করেছে। (চিত্র ১৮) কৃষি সেবায় যারা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ৮৩২ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ১৮: কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

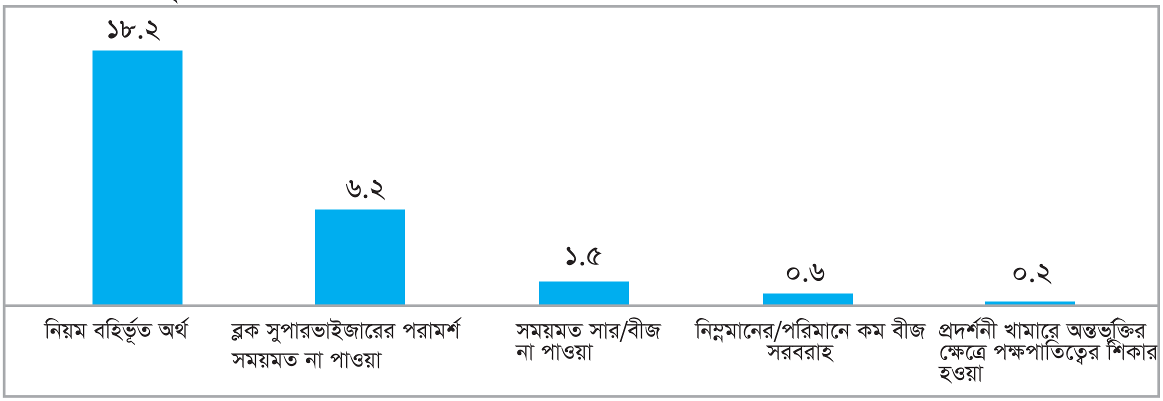

কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩৬.৫% খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তবে সার সেবা প্রাপ্তিতে সবচেয়ে বেশি ১৮.৪% খানা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ করেছে (সারণি ১৯)।

সারণি ১৯ কৃষি সেবার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকা)
কৃষি বিষয়ক পরামর্শ	১৭.০	৩৬.৫	-	-
কৃষি বিষয়ক খামার প্রদর্শনী	০.৯	২৫.৫	-	-
সার	৭৯.০	১৮.৯	১৮.৪	৭৯৯
ভর্তুকি	৩.২	১৬.৫	৬.৯	১৩৮
বীজ	৪২.৯	৫.১	৩.৩	৩১৬
কীটনাশক	৪.৩	১.৯	০.৩	-

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে যারা এনজিও/অন্যান্য (সুগার মিল) প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে তারা অনিয়ম দুর্নীতির শিকার বেশি (৪৪.২%) হয়েছে। তবে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতাদেরকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি (২৫.১%) (সারণি ২০)।

সারণি ২০ প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ টাকা
এনজিও/অন্যান্য	১.২	৪৪.২	-	-
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	১৮.১	৩৫.১	৩.২	-
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	১৫.২	২৫.৬	২৫.১	১৭১
ডিলার	৬৭.৫	১৭.৫	১৬.৬	১৬৩
বিএডিসি	১১.৯	৭.৮	৫.২	-

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

কৃষি সেবা নিতে গিয়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৪৭.৬%), ভর্তুকির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া (৪২.৮%), মানসম্মত সার/বীজ পাওয়া (২৪.৫%), সময়মত সার/বীজ পাওয়া (১৯.৮%) বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়।

৩.১১ কর ও শুল্ক

দেশের মোট সংগৃহীত রাজস্বের প্রায় ৮৫% জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আদায় করা হয়।[২৩] জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রত্যক্ষ কর যেমন, আয়কর, উপহার (Gift) কর এবং পরোক্ষ কর যেমন, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং বিদেশ ভ্রমণ কর সংগ্রহ করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯০,৪০০ কোটি (৯০৪ বিলিয়ন) টাকা।[২৪] রাজস্ব বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে ১৭.৭৬ লক্ষ (১.৭৭ মিলিয়ন) ই-টিআইএন-ধারী থাকলেও, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১০.৪ লক্ষ (১.০৪ মিলিয়ন) কর রিটার্ন ফরম দাখিল করেন।[২৫]

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২% জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় কোনো না কোনো কর অফিস হতে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, আয়কর অ্যাসেসমেন্ট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে আয়কর সেবা নিয়েছে সবচেয়ে বেশি (৭৯.২%) খানা।

দুর্নীতি ও অনিয়ম: কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে ১৮.১%। যারা বিভিন্ন ধরনের কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি/ পণ্য শুল্ক (স্থলবন্দর/ এয়ারপোর্টে) প্রদানে সবচেয়ে বেশি (৪৪.৬%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ২১)। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার ১৪.৭% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে এবং ৩.৭% হয়রানির (সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অপব্যাখ্যা ইত্যাদি) শিকার হয়েছে। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে তারা গড়ে সার্বিকভাবে ৪,৭৯৬ টাকা দিয়েছে।

[২৩] 'Revenue Mobilisation: Recent Trends', Bangladesh Econiomic Update, August 2015, UNNAYAN ONNESHAN
[২৪] http://www.unnayan.org/reports/meu/MEU_August_2015/MEU_August_2015.pdf; সর্বশেষ ভিজিট: ২৬ জুন ২০১৬।
[২৫] 'Tax returns still underwhelming', The Daily Star, 12 November ২০১৫

সারণি ২১	সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি			
কর ও শুল্কের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ টাকা
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক/পণ্য শুল্ক (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে)	৭.৩	৪৪.৬	৪০.৩	৯০০
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	১২.৩	২২.১	১৭.৫	৫,৩১৪
আয়কর	৭৯.২	১৫.৭	১২.৮	৩,৭৭৪
ভ্রমণ কর	৭.৫	৮.৮	৭.৫	২৬২

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬.৩% নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ করেছে (চিত্র ১৯)।

চিত্র ১৯ : কর ও শুল্ক সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

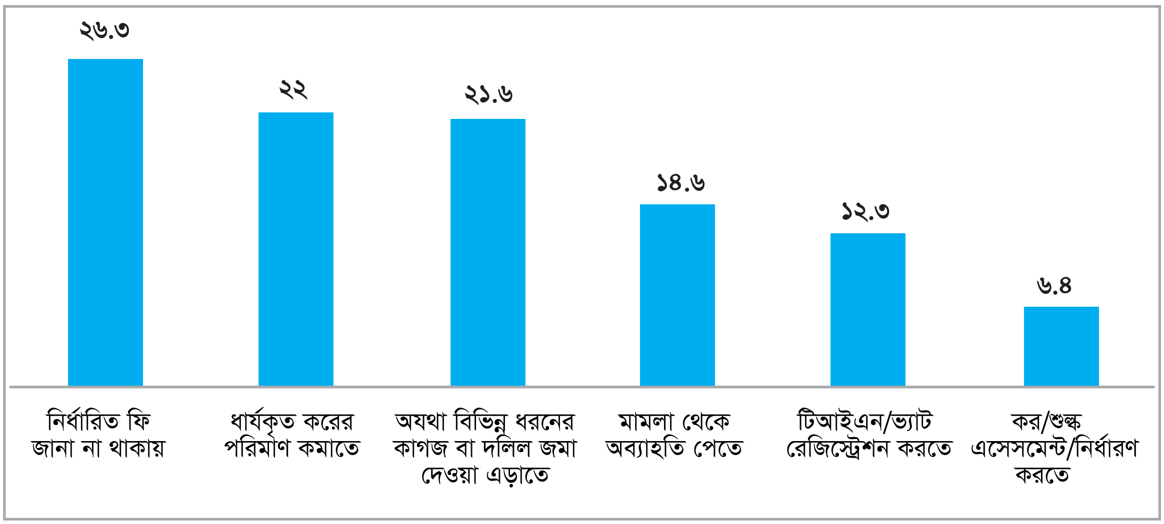

৩.১২ গ্যাস

বাংলাদেশ পৃথিবীতে সপ্তম গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ।[২৬] তথাপি জনবহুল ও দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে অন্যান্য জ্বালানি ব্যবস্থার স্বল্পতার কারণে দেশে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা'র ২০০৯ এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট প্রাথমিক শক্তির ৫২% প্রাকৃতিক গ্যাস হতে প্রাপ্ত এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গ্যাসের ব্যবহার প্রায় ৭৪%।[২৭] জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে বাংলাদেশের সকল জ্বালানি বিষয়ক কার্য সম্পাদন করা হয়। সকল গ্যাস ও তেল উত্তোলন, বিতরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের মূল পরিচালনাকারী হিসেবে বাংলাদেশ মিনারেল অয়েল ও গ্যাস করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দায়িত্ব পালন করে। পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধায়নে সারাদেশে ছয়টি কোম্পানির মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়।[২৮]

সেবা গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩.২% গ্যাসের সেবা গ্রহণ করেছে।

সার্বিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ১১.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১০.৬% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, এছাড়া ২.৩% সময়ক্ষেপণ, ০.৭% আত্মসাৎ, ০.৩% স্বজনপ্রীতি, ০.২% প্রতারণা এবং ০.৪% অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ২০ : গ্যাস সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

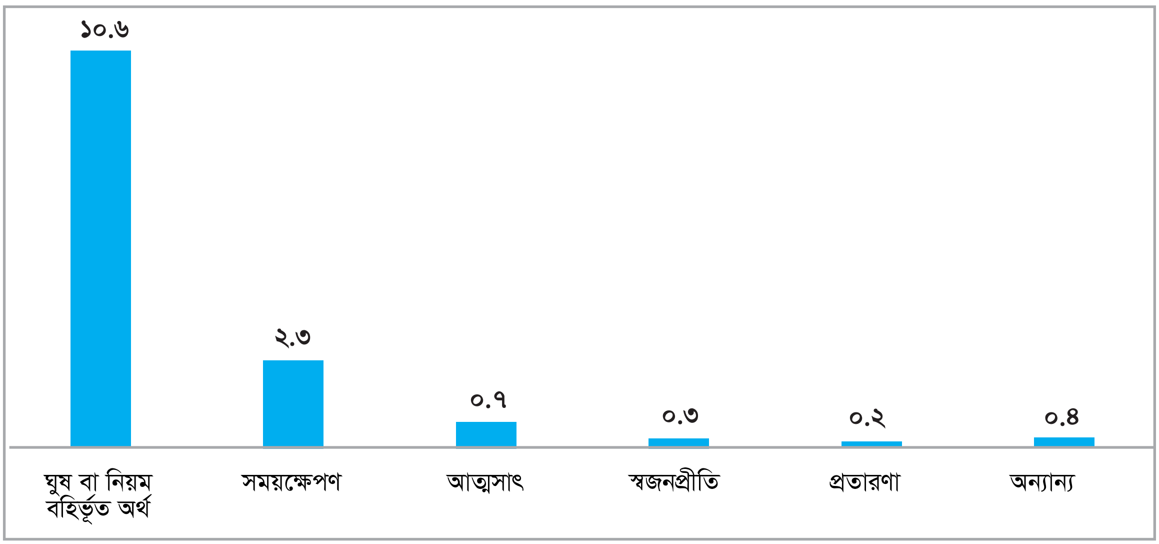

ঘুষের পরিমাণ: গ্যাস সেবায় যারা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ২৭,১৬৬ টাকা দিতে হয়েছে।

ঘুষ দেওয়ার কারণ: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না (৭৬.৩%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (৬০.৯%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য (১২.৯%) এবং হয়রানি বা জটিলতা এড়ানোর জন্য (৪১.২%) ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

[২৬] US Energy Information Administration http://www.eia.gov/beta/international/?fips=bg access on 31.05.2016
[২৭] G.Ieda (2013), "Natural Gas in Pakistan and Bangladesh, Current issues and trends" The Oxford Institute for Energy Studies (June, 2013) p-3.
[২৮] (১) Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited; (২) Jalalabad Gas Transmission & Distribution System Ltd; (৩) Bakhrabad Gas Distribution Company Limited; (৪) Pashchimanchal Gas Company Ltd.; (৫) Karnaphuli Gas Distribution Company Limited; (৬) Sundarban Gas Company Limited. বিস্তারিত: http://www.petrobangla.org.bd/o_co_marketing.php; সর্বশেষ ভিজিট ২৫ জুন ২০১৬|

৩.১৩ বীমা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ৭৭টি বীমা কোম্পানি কাজ করছে ।[২৯] বাংলাদেশে দুইটি সরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সাধারণ বীমা করপোরেশন ও জীবন বীমা করপোরেশন। এছাড়া বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন বীমা কোম্পানি হচ্ছে ৩০টি এবং সাধারণ বীমা কোম্পানী হচ্ছে ৪৫টি। বীমা খাত থেকে সাধারণ জনগণের সেবা নেওয়ার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় জনগণকে নানা ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৩.২% বীমা সেবা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ২১: বীমা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

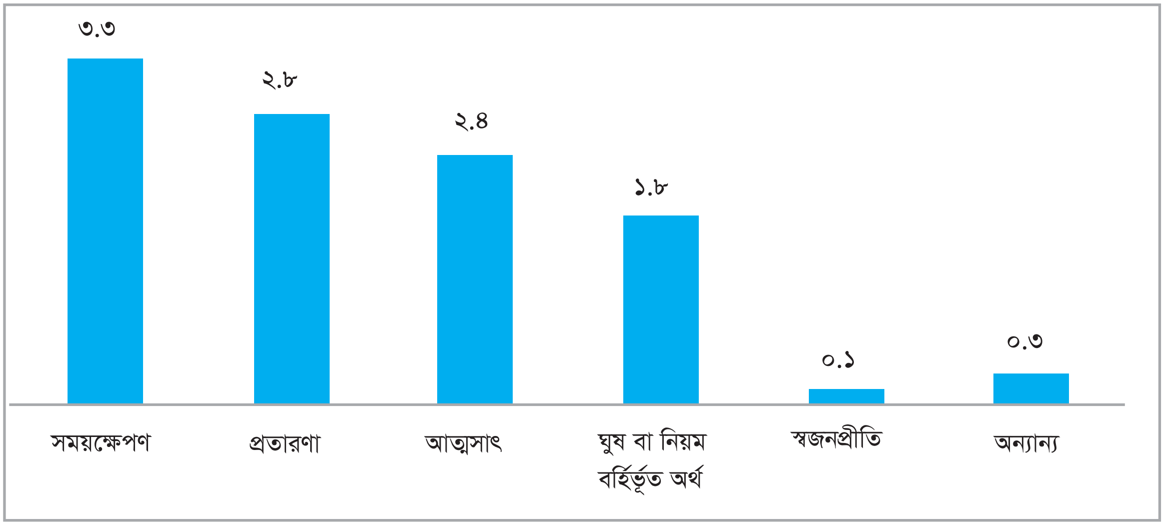

দুর্নীতি ও অনিয়ম: বীমা খাতে সেবা নেওয়া খানার ৭.৮% দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৩.৩% সময়ক্ষেপণ, ২.৮% প্রতারণা, ২.৪% আত্মসাৎ, ১.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ০.১% স্বজনপ্রীতি, এবং ০.৩% অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ঘুষের পরিমাণ: বীমা খাতে সেবা নেওয়া খানার মধ্যে যারা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৩,৪৬৫ টাকা দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো হয়রানি বা জটিলতা এড়ানোর জন্য (৩২.৬%), ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে (১০.৭%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (৪.৫%), এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য (০.৯%) ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

[২৯] বিস্তারিত: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Insurance_Companies_in_Bangladesh; accessed on 26 June ২০১৬.

৩.১৪ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম সেবা খাত হচ্ছে ব্যাংকিং। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, পাঁচটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক, ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নয়টি বহুজাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্যাংক জণগনের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কীম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরনের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যাবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৫০.৬% ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সরকারি তফসিলি ব্যাংক থেকে ৫৮.২%, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩৮.২%, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৭.১% এবং বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে ২.২% সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া খানার সদস্যরা ব্যাংক থেকে যেসব সেবা নিয়েছে তার মধ্যে ৪৫.৮% বিল প্রদান, ৪২.৫% টাকা জমা, ৪১.৮% টাকা উত্তোলন এবং ১০.৩% ঋণ গ্রহণ (ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয়, কৃষি) করেছে। এছাড়া খানার সদস্যরা বেতন ও ভাতা উত্তোলন (১১.১%), মেয়াদি সঞ্চয়ী সেবা (১৬.১%), রেমিট্যান্স উত্তোলন (৬.৬%) এবং আরো বিভিন্ন ধরনের সেবা (২.৮%) করেছে।

সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৫.৩% খানা বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন ভেদে দেখা যায়, সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ১.৮% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া, ২.৯% সময়ক্ষেপণ এবং .৯% খানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহা / অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া .৯% খানা (আংশিক/ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা, বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেয়ার জন্য চাপ প্রদানসহ প্রভৃতি) বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

চিত্র ২২: ব্যাংকিং সেবায় সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

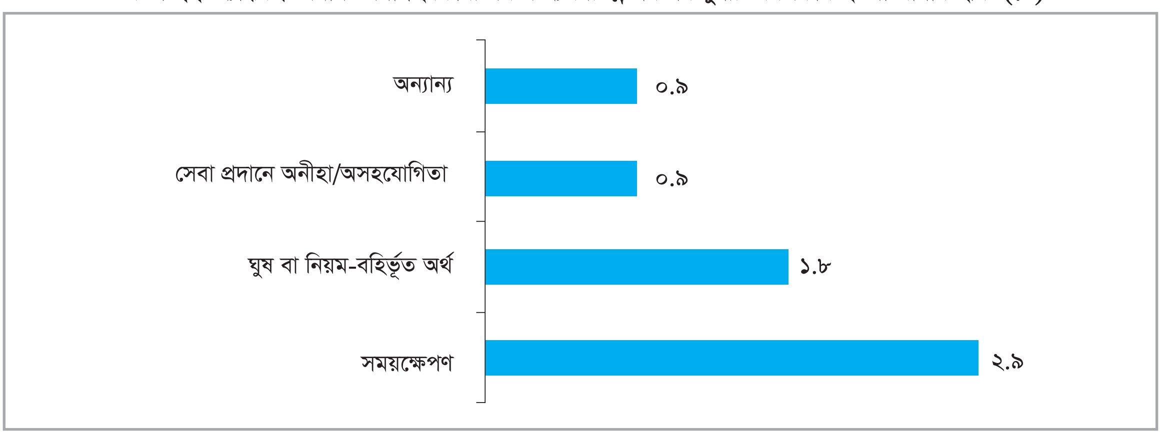

প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবা গ্রহণকালে ৮.৫% কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ৫.৪% বিশেষায়িত ব্যাংক (কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বাদে), ৫.১% সরকারি তফসিলি ব্যাংক, ২.৩% বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১.২% বহুজাতিক ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি ব্যাংক/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৩.৮% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে ১.১% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে।

সারণি ২২: প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি ও হয়রানি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৭.১	৮.৫	৩.৮	২৫৭০
অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	২.২	৫.৪	১.১	-
সরকারি তফসিলি	৫৮.২	৫.১	০.৭	২৯৪২
বেসরকারি বাণিজ্যক ব্যাংক	৩৮.২	২.৩	০.২	২৩৩২

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ কর হয়েছে

ব্যাংক থেকে সেবা নিতে যারা ঘুষ বা নিয়ম বর্হিভুত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩,২১৯ টাকা (গ্রামাঞ্চলে ২,৬৭৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৫,৬৫১ টাকা) দিতে হয়েছে। ব্যাংকভেদে এ ঘুষের পরিমাণ সরকারি তফসিলি ব্যাংক ২,৯৪২ টাকা, কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২,৫৭০ টাকা এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ২,৩৩২ টাকা।

সেবাভেদে দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবার ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, ৪৯.৪% খানা ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা (ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক, বাড়ি নির্মাণ, কৃষি) নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এছাড়া ৪.১% খানা বেতন ও ভাতা উত্তোলন. ২.৬% খানা টাকা উত্তোলন, ২% খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন, ৪.৫% খানা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।

ঘুষ দেওয়ার কারণ: জরিপে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা ঘুষ দেওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করেছে তার মধ্যে কাজ দ্রুত হওয়ার জন্য (৩৫%) এবং সহজে ঋণ পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে (৩৬%)। এছাড়া ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছে ৫২.৩% খানা।

৩.১৫ এনজিও

এনজিও কার্যক্রমে মানুষের সম্পৃক্ততা: স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশি-বিদেশী এনজিও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রায় সিংহভাগ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এনজিও থেকে সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩৪.৯% বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা গ্রহণ করে। তাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবসায়িক ঋণ (৯০.০%) এবং সঞ্চয় (৫৯.৪%) কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এছাড়াও তারা এনজিও'র অন্যান্য কার্যক্রম, যেমন বীমা, সৌর বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, কৃষি, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির আওতায় সেবা নিয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ৭৮.৪% খানা জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত। এছাড়া ২৫.২% খানা স্থানীয় এবং ০.৫% ভাগ খানা আন্তর্জাতিক এনজিও'র সাথে সরাসরি যুক্ত বলে এ জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে।

এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৫,০৪৩টি খানা ২০১৫ সালে এনজিও হতে গড়ে ৩৬,৬৯৪.৩৭ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। ঋণ নেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে ৪৪.৮% খানা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ২১.৫% খানা মৎস্য ও কৃষি, ১৪.১% খানা গরু-ছাগল পালন, ১০.৭% খানা পরিবহন ক্রয় করার কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়াও অনেক খানা ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্তিগত খরচ যেমন ঋণ পরিশোধ মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা খরচ, পানি-পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, গৃহ মেরামত, জমি ক্রয় এমনকি বিদেশ যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেছে।

ঋণের ব্যবহার এবং ফলাফল তৈরিতে এনজিও'র প্রচেষ্টা: ঋণগ্রহীতা খানার ৬৫.৪% সম্পূর্ণ ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজে অর্থাৎ যে কাজ দেখিয়ে ঋণ নিয়েছিলো সে কাজেই ঋণের টাকা ব্যয় করেছে। অন্যদিকে ২২.৩% খানা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজনে ঋণের অর্থ ব্যয় করেছে। ভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিবাহ, ঋণ পরিশোধ, অন্য এনজিও হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ প্রভৃতি। এছাড়া ১৪.১% খানা আংশিক ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজে ঋণের টাকা ব্যয় করেছে। ঋণগ্রহীতা খানার ৩৭.৭%-এর ক্ষেত্রে তাদের ঋণের অর্থ প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

দুর্নীতি ও অনিয়ম: এনজিও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বা এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ৩.০% খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। আর এনজিও হতে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ১% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার শিকার হয়েছে। এছাড়া ০.৯% খানা কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে গালিগালাজসহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে। অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে ঋণের পরিমাণ থেকে অর্থ কেটে রাখা ০.৬% খানা, ঋণ প্রদানে সময়ক্ষেপণ করা ০.৬% খানা, অপ্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা নিতে বাধ্য করা ০.৫% খানা, স্বজনপ্রীতি ০.১% খানা এবং অর্থ আত্মসাতের শিকার ০.১% খানা ।

চিত্র ২৩ : এনজিও খাতে সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

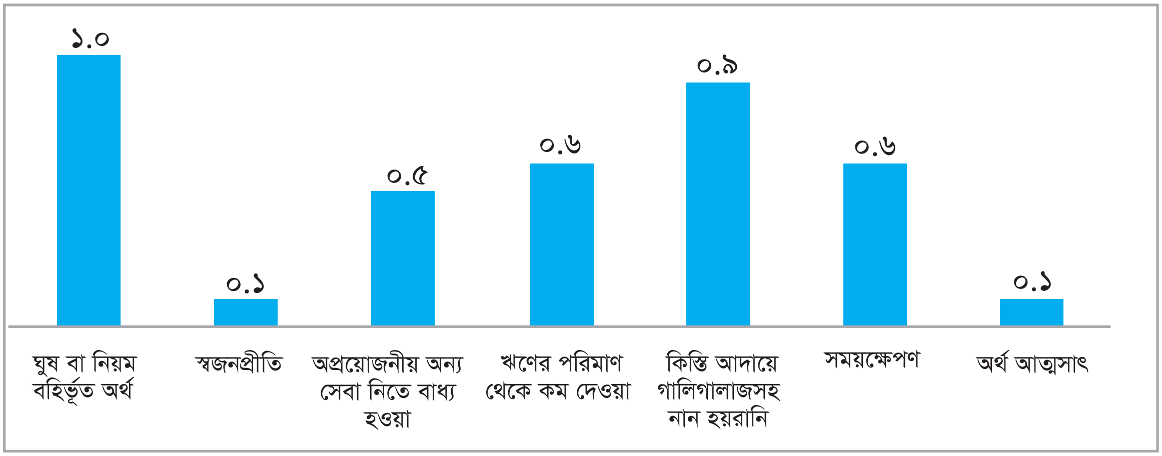

এনজিও থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হয়েছে এমন খানা গড়ে ৬৮৫ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে এনজিওকে দিতে বাধ্য হয়েছে। এর মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৩৯৫ টাকা এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৭২১ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে।

সারণি ২৩ এনজিও'র ধরন ভেদে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি

এনজিও[৩০]	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
স্থানীয়	৭৮.৪	২.৬	১.৬	৩৯৫
জাতীয়	২৫.২	৩.১	০.৯	৭২১

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব(২৮.৫%), অর্থ বা উপহার না দিলে প্রাপ্য সেবা না পাওয়ার ভয় (২৬.৫%), অতি দ্রুত সেবা প্রাপ্তি (২১.৯%), অপ্রয়োজনীয় সেবা না নিলে ঋণ না পাওয়ার ভয় (২১.১%) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছে।

[৩০] আন্তর্জাতিক এনজিও সংখ্যা কম থাকায় তা এখানে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়নি।

৩.১৬ অন্যান্য খাত

সেবা গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৩.৫% ডাক বিভাগ, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস, বিটিসিএল, ওয়াসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে।

দুর্নীতি ও অনিয়ম: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৭.১% অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে ১০.০% খানাকে গড়ে ৪,৬৩৩ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

চিত্র ২৪: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

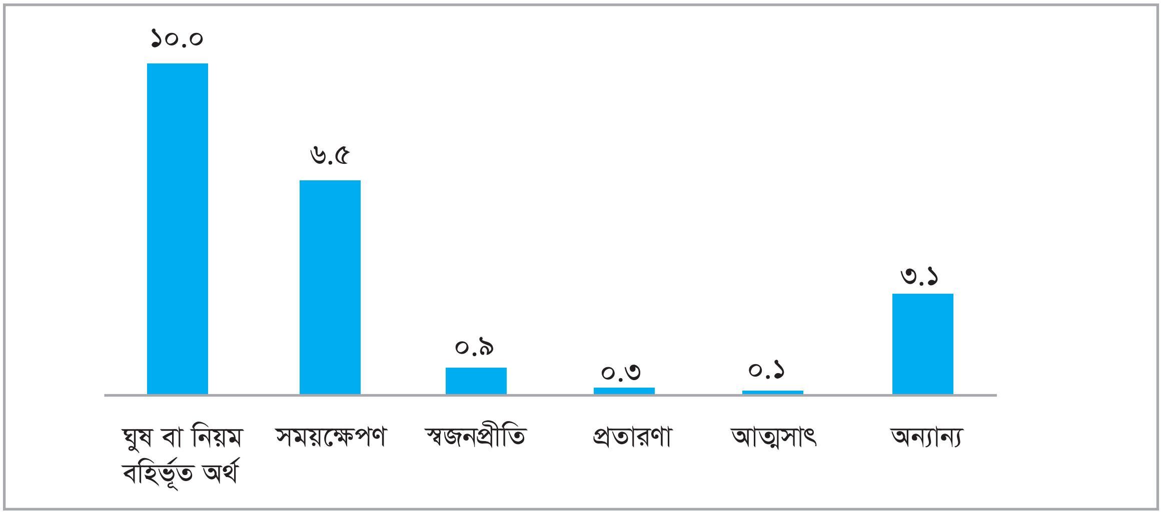

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৮৫.৩%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (৩৮.১%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (২০.৬%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (১৫.৬%) এবং অন্যান্য (২.৭%)।

৪. উপসংহার ও সুপারিশ

সেবা খাতে দুর্নীতি ২০১৫ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় সার্বিকভাবে ২০১৫ সালে ২০১২ সালের তুলনায় সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৫ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার পাওয়া গিয়েছে ৬৭.৮%, ২০১২ সালে এই হার ছিল ৬৭.৩%। কিন্তু সেবা খাতে ঘুষের শিকার খানার হার সার্বিকভাবে ২০১২ সালের (৫১.৮%) তুলনায় ২০১৫ সালে (৫৮.১%) বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয়ভাবে প্রক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ৮,৮২১.৮ কোটি টাকা। এই প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৭% এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৬%। নিম্ন আয়ের জনগণের ওপর উচ্চ আয়ের তুলনায় দুর্নীতির ভার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে নিম্ন আয়ের জনগণ উচ্চ আয়ের তুলনায় তাদের বার্ষিক আয়ের বা ব্যয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ বা নিয়ম বর্হিভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতির শিকারের সাপেক্ষে যে সাতটি খাত শীর্ষস্থান দখল করেছে তারা হলো পাসপোর্ট (৭৭.৭%), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%), শিক্ষাসেবা (৬০.৮%), বিআরটিএ (৬০.১%), ভূমি প্রশাসন (৫৩.৪%), বিচারিক সেবা (৪৮.২%), এবং স্বাস্থ্যসেবা (৩৭.৫%)। যেসব খাতের সেবায় দুর্নীতি ও হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে তারা হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যুৎ খাত, এবং যেসব খাতের সেবায় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে তারা হলো ভূমি প্রশাসন ও বিচারিক সেবা। তবে শিক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবায় দুর্নীতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।
২০১৫ সালে শহরাঞ্চলের (৬২.৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৬৯.৫%) সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি। অনুরূপভাবে, শহরাঞ্চলের

(৫৩.৪%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৫৯.৬%) ঘুষ দেওয়ার হারও বেশি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৭১% 'ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না' ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

ক. সার্বিক সুপারিশ

১. *দুর্নীতিতে জড়িতদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনা ও শাস্তি প্রদান:* বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব খাতের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন পাসপোর্ট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার), সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষকরে সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনক (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করতে হবে।

২. *নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন:* প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. *সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:* সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরন ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা খাতে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে, যেখানে সেবাগ্রহীতারা সেবা প্রদানকারীদের দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে পারে।

৪. *তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:* সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেসব সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে (যেমন পাসপোর্ট, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, বিআরটিএ, আয়কর) সেসব খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য খাতেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনলাইন সেবা চালু করতে হবে। এছাড়াও সেবা সর্ম্পকে জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. *নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন:* প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে হবে। অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. *জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিক বরাদ্দ বৃদ্ধি:* জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে সেবাখাতে দুর্নীতি উৎসাহিত না হয়।

৭. *জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণমাধ্যমের ভূমিকা:* দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. *দুর্নীতির বিরুদ্ধে দক্ষতা বৃদ্ধি:* দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বিশেষ করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ওপর প্রশিক্ষণ, সংক্ষুব্ধি প্রশমণ কাঠামো তৈরি/ শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৯. *তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়ন:* দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যের অভিগম্যতা। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতার তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয়। একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে

১০. ***ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সৃষ্টি:*** দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। একইসাথে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. ***সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ:*** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে, যেন সেবাগ্রহীতারা সহজে ও কম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস পায়। ক্ষেত্রবিশেষে সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজ করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

খ. খাতভিত্তিক সুপারিশ:

পাসপোর্ট

- পাসপোর্ট অফিস ও এসবি পুলিশের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রশাসনিক তদারকি বাড়াতে হবে
- মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

- পুলিশের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে
- পুলিশি বিভিন্ন ধরনের সেবায় অনলাইনভিত্তিক সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি-সহ যেকোনো ধরনের ফি নেওয়া বন্ধ করতে হবে
- মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবাভেদে গৃহীত ফি'র পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে

বিআরটিএ

- সংশোধিত খসড়া মোটরযান আইন অবিলম্বে অনুমোদন ও তা কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিআরটিএ'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সকল প্রকার নৈতিক আচরণ বিধির লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ কল্পে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রণোদনা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে

ভূমি সেবা

- ভূমিখাতের তথ্য ভাণ্ডারকে ক্রটিমুক্ত ও ডিজিটাল করতে হবে
- উপজেলা পর্যায়ে সকল সেবা বিশেষ করে নামজারি, রেজিস্টেশন, তথ্য সরবরাহ সেবাসহ অন্যান্য সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে
- সেবাগ্রহীতাদের ভূমি সেবা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি মেলার আয়োজন করতে হবে
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমিসেবা নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে

বিচারিক সেবা

- বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। বিচারিক সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আদালত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের তদারকি বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- বিচারপ্রার্থীরা যাতে আইনজীবী, আইনজীবীর সহযোগী এবং দালাল দ্বারা কোনো প্রকার হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার না হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে

স্বাস্থ্য

- বিভিন্ন সেবায় (ট্রলি, শয্যা পাওয়া, অপারেশন) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধ করার জন্য তদারকি বাড়াতে হবে।
- রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য যেমন বিভিন্ন সেবার মূল্য, সেবার জন্য কোথায় যেতে হবে, কোন কোন সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে, এবং কোনো অভিযোগ থাকলে কার কাছে কীভাবে অভিযোগ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচারণা চালাতে হবে

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা শুধুমাত্র রশিদ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে
- স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে জেলা প্রশাসক, জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে

বিদ্যুৎ

- মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ সেবার গ্রাহকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি ব্যবস্থা বাড়াতে হবে
- সংযোগসহ বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য যথাযথভাবে প্রচার করতে হবে

কৃষি

- দ্রুত এবং মানসম্মত সার ও বীজ প্রাপ্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে
- কৃষকদেরকে সময়মতো কৃষি পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্লক সুপারভাইজারদের কাজের তত্ত্বাবধান আরও জোরদার করতে হবে। তাদের কাজের জন্য প্রণোদনা এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য জবাবদিহি ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে

কর ও শুল্ক

- কর ফাঁকি এবং কর আত্মসাতের সাথে জড়িত কর প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
- কর রেজিস্ট্রেশন, অ্যাসেসম্যান্ট এবং কর প্রদানের জন্য প্রবর্তিত অটোমেশন-এর কার্যকরতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

বীমা

- গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ এবং প্রতিশ্রুত অর্থ দাবি পূরণে গাফলতির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
- বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবাগ্রহীতার কাছে নিয়ম-কানুন ও বিভিন্ন ফি সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে পৌঁছাতে হবে

গ্যাস

- তত্ত্বাবধায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ক্রেতা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিযোগ নিস্পন্ন করার জন্য গণশুনানির আয়োজন করতে হবে
- দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

ব্যাংক

- ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান এবং গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে

এনজিও

- ক্ষুদ্রঋণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনাকারী এনজিওসমূহকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এনজিওসমূহকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
১	খুলনা	১,৭২৮	৬৭২	২,৪০০
২	চট্টগ্রাম	১,৮৬০	১,০২০	২,৮৮০
৩	বরিশাল	১,০৮০	৩৬০	১,৪৪০
৪	ঢাকা	২,১৩৬	১,২২৪	৩,৩৬০
৫	ময়মনসিংহ	৭৩২	২২৮	৯৬০
৬	রাজশাহী	১,৩৮০	৫৪০	১,৯২০
৭	রংপুর	১,৪৮৮	৪৩২	১,৯২০
৮	সিলেট	৭৪৪	২১৬	৯৬০
মোট খানার সংখ্যা		**১১,১৪৮**	**৪,৬৯২**	**১৫,৪৮০**

পরিশিষ্ট ২: ২০১৫ খানা জরিপের নমুনার বিস্তৃতি

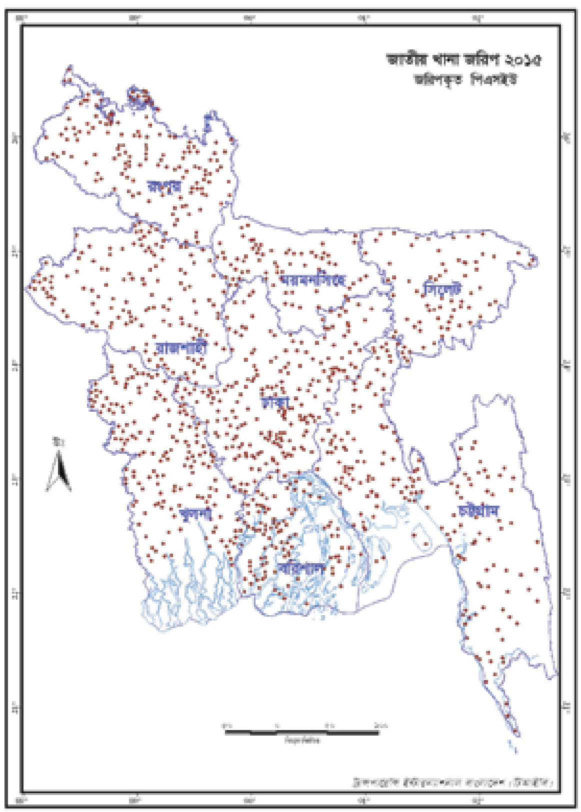

পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবা গ্রহণের খানার হার (%)			Standard Error	Relative Error [৩১]
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	স্বাস্থ্য	৮৬.৯	৮৩.৬	৮৬.১	০.৯	১.০
২	শিক্ষা	৭০.৫	৭০.২	৭০.৪	১.০	১.৪
৩	বিদ্যুৎ	৫৫.১	৫৯.৩	৫৬.৪	১.৯	৩.৪
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৫৪.৮	৪৬.২	৫২.৭	১.১	২.১
৫	ব্যাংকিং	৪৭.৬	৬০.১	৫০.৬	১.১	২.২
৬	এনজিও	৩৫.৪	৩৩.২	৩৪.৯	১.১	৩.২
৭	কৃষি	২১.১	৭.১	১৭.৭	১.০	৫.৬
৮	ভূমি প্রশাসন	১৬.৬	১৫.৩	১৬.৩	০.৮	৪.৯
৯	বীমা	১২.৭	১৪.৮	১৩.২	০.৭	৫.৩
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮.৫	১৪.১	৯.৯	০.৫	৫.১
১১	বিচারিক সেবা	৮.৬	৮.১	৮.৫	০.৫	৫.৯
১২	পাসপোর্ট	৩.২	৪.৬	৩.৫	০.৩	৮.৬
১৩	গ্যাস	১.৪	৭.৬	৩.২	১.৬	৫০.০
১৪	বিআরটিএ	১.৬	৪.২	২.২	০.৩	১৩.৬
১৫	কর ও শুল্ক	০.৮	৫.১	২	০.৩	১৫.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	২.৭	৫.৯	৩.৫	০.৩	৮.৬
১৭	**সার্বিক**	**৯৯.৭**	**৯৯.৩**	**৯৯.৬**	**০.১**	**০.১**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	পাসপোর্ট	৮৫.০	৬৩.৬	৭৭.৭	০.৩	০.৪
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৩	৭৫.২	৭৪.৬	২.০	২.৭
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬২.১	৫৬.০	৬০.৮	১.৩	২.১
৪	বিআরটিএ	৫১.২	৬৮.৮	৬০.১	০.৪	০.৭
৫	ভূমি প্রশাসন	৫৪.৬	৫০.০	৫৩.৪	২.২	৪.১
৬	বিচারিক সেবা	৪৯.৬	৪৩.৯	৪৮.২	২.৮	৫.৮
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৫.৭	৪৩.৮	৩৭.৫	১.৫	৪.০
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.৬	৩৪.৩	৩৬.১	১.০	২.৮
৯	বিদ্যুৎ	৩৬.৪	১৯.৬	৩১.৯	১.৩	৪.১
১০	কৃষি	২৬.৪	২০.৬	২৫.৮	১.৯	৭.৪
১১	কর ও শুল্ক	২১.৮	১৬.৬	১৮.১	৩.৫	১৯.৩
১২	গ্যাস	৯.৩	১৭.০	১১.৯	৩.০	২৫.২
১৩	বীমা	৭.৬	৮.২	৭.৮	১.০	১২.৮
১৪	ব্যাংকিং	৫.৭	৪.৩	৫.৩	০.৫	৯.৪
১৫	এনজিও	৩.০	৩.০	৩	০.৩	১০.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১২.২	২৩.৭	১৭.১	২.২	১২.৯
১৭	**সার্বিক**	**৬৯.৫**	**৬২.৬**	**৬৭.৮**	**১.১**	**১.৮**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

[৩১] Standard Error (SE) আনুমানিক proportion- এর কত অংশ তা শতকরা হারে Relative Error (RE) নামে প্রকাশ করা হয়।

পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	পাসপোর্ট	৮৩.৬	৬১.৩	৭৬.১	৩.৩	৪.৩
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৩.৪	৭০.৩	৬৫.৯	২.৫	৩.৮
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৮.৩	৫১.৬	৫৬.৯	১.৩	২.৩
৪	বিআরটিএ	৪৩.২	৬১.২	৫২.৩	৪.২	৮.০
৫	ভূমি প্রশাসন	৫০.৭	৪৭.৪	৪৯.৮	২.২	৪.৪
৬	বিচারিক সেবা	৩০.১	২৫.৪	২৮.৯	২.৮	৯.৭
৭	বিদ্যুৎ	৩৩.১	১৫.৪	২৮.৪	১.৩	৪.৬
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২১.৫	২৪.৯	২২.৩	১.০	৪.৫
৯	কৃষি	১৮.৬	১৫.২	১৮.২	১.৪	৭.৭
১০	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৫.১	২২.৩	১৬.৭	১.০	৬.০
১১	কর ও শুল্ক	১৪.৬	১৪.৮	১৪.৭	২.৬	১৭.৭
১২	গ্যাস	৮.৯	১৪.১	১০.৬	২.৯	২৭.৪
১৩	বীমা	১.৮	১.৭	১.৮	০.৪	২২.২
১৪	ব্যাংকিং	২.১	১.১	১.৮	০.২	১১.১
১৫	এনজিও	১.০	১.১	১	০.২	২০.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৮.৭	১১.৭	১০	২.০	২০.০
১৭	**সার্বিক**	**৫৯.৬**	**৫৩.৪**	**৫৮.১**	**১.১**	**১.৯**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানা প্রদত্ত গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*

ক্রমিক নম্বর	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	গ্যাস	২৯,৪৮০	২৪,২৯৬	২৭,১৬৬	৩৩৬৬.৯	১২.৪
২	বীমা	১৬,০৭১	৭,৭৬২	১৩,৪৬৫	৩৭৭৪.০	২৮.০
৩	বিচারিক সেবা	৯,৯৩১	৮,৭৭৮	৯,৬৮৬	১৯৭১.৫	২০.৪
৪	ভূমি প্রশাসন	৯,৩৬২	৮,৯২৮	৯,২৫৭	১০৪৪.৫	১১.৩
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮,৩৩৪	৫,০৩৭	৭,০৬৭	১২০৭.৩	১৭.১
৬	কর ও শুল্ক	৬,৬৬৯**	৪,০২৭**	৪,৭৯৬	১৮৪৪.২	৩৮.৫
৭	বিআরটিএ	৩,৯০১	৩,৮৪৪	৩,৮৬৯	৩৩৩.৯	৮.৬
৮	বিদ্যুৎ	৩,৬৩৫	৩,৬০০	৩,৬৩০	১৭৬.০	৪.৮
৯	ব্যাংকিং	২,৬৭৬	৫,৬৫১	৩,২১৯	৫৪৮.৪	১৭.০
১০	পাসপোর্ট	৩,২০৭	২,৮৯০	৩,১২০	৩৬৩.৬	১১.৭
১১	কৃষি	৮৪৯	৬২৯	৮৩২	৭৫.২	৯.০
১২	এনজিও	৭৫১	৪৯৩	৬৮৫	১৮৫.৬	২৭.১
১৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪৬	৪৪৯	৪৪৭	৫৩.০	১১.৯
১৪	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩১৫	৬১৭	৩৭৪	৩০.১	৮.০
১৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯২	২০৪	১৯৬	২৭.১	১৩.৮
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৪,২১১	৫,০৪৭	৪,৬৩৩	১১৭৪.৭	২৫.৪
১৭	**খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ**	**৪,৪৪৫**	**৪,৮৪৩**	**৪,৫৩৮**	**২৭৭.৮**	**৬.১**

* গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

**গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত

পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসেব অনুযায়ী, অক্টোবর ২০১৫ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৫.৯৪১ কোটি [৩২]। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ধরা হয়েছে। যেহেতু খানা জরিপের সেবা গ্রহণের সময়কাল নভেম্বর ২০১৪ হতে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত তাই বাংলাদেশে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত মোট খানার প্রক্কলিত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫.৯৪১ কোটি।

পরিশিষ্ট ৮: আয় ও ব্যয়ের শ্রেণীভেদে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা

আয় ও ব্যয়ের শ্রেণী	আয়ের সাপেক্ষে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা (গড়)	ব্যয়ের সাপেক্ষে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা (গড়)
< =১৬০০০	৩.৯	৪.০
১৬০০১-২৪০০০	৪.৭	৪.৮
২৪০০১-৩২০০০	৪.৮	৫.০
৩২০০১-৪০০০০	৫.০	৫.২
৪০০০১-৪৮০০০	৫.২	৫.৫
৪৮০০১-৫৬০০০	৫.১	৬.০
৫৬০০১-৬৪০০০	৫.৬	৫.৮
৬৪০০১ =>	৫.২	৫.০
সার্বিক	**৪.১**	**৪.১**

পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহীতার হার (%)	
		নারী	পুরুষ
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৫৭.৪	৪২.৬
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫০.৪	৪৯.৬
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৪.৪	৭৫.৬
৪	বিদ্যুৎ	৮.৬	৯১.৪
৫	ব্যাংকিং	২৬.৪	৭৩.৬
৬	এনজিও	৭৮.৩	২১.৭
৭	কৃষি	২.৭	৯৭.৩
৮	ভূমি প্রশাসন	৮.৩	৯১.৭
৯	বীমা	৫৬.১	৪৩.৯
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.৭	৯০.৩
১১	বিচারিক সেবা	৭.৪	৯২.৬
১২	পাসপোর্ট	১৪.১	৮৫.৯
১৩	গ্যাস	১৪.৮	৮৫.২
১৪	বিআরটিএ	১.৫	৯৮.৫
১৫	কর ও শুল্ক	৬.৮	৯৩.২
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	২৬.৯	৭৩.১
১৭	**সার্বিক**	**৪২.৮**	**৫৭.২**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

[৩২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্য অনুযায়ী (১৫ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি। বিস্তারিত: http://www.bbs.gov-.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf

পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন সেবাখাতে নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার (%)	
		নারী	পুরুষ
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩১.২	৩১.৭
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৫.৯	৪৬.৬
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.৬	৩০.২
৪	বিদ্যুৎ	২১.২	২৮.৭
৫	ব্যাংকিং	৩.৬	৪.৯
৬	এনজিও	২.৮	৩.০
৭	কৃষি	২৪.৩	২৪.২
৮	ভূমি প্রশাসন	৪৭.৭	৫৩.৫
৯	বীমা	৬.৩	৮.০
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৭.৫	৭৬.২
১১	বিচারিক সেবা	৪৬.৪	৪৭.৯
১২	পাসপোর্ট	৫৫.৫	৭৮.৮
১৩	গ্যাস	১১.২	১০.৪
১৪	বিআরটিএ	৩২.৬	৫৮.৬
১৫	কর ও শুল্ক	২.০	১৮.৮
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১২.৯	১৮.১
১৭	**সার্বিক**	**৩৮.২**	**৪৪.৭**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন),২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org, advocacy@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেইসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh